ভারতে উষা।

(পদ্যময় কাব্য)

শ্রীরজনীনাথ চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

কলিকাতা

৮১ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১

উৎসর্গ।

পরমারাধ্যতম

জনক
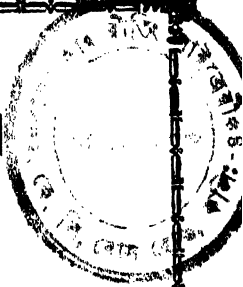
৺ রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের

শ্রীশ্রীচরণ কমলে

ভক্তি শ্রদ্ধা বিনম্র হৃদয়ে

এই গ্রন্থখানি

সাদরে

উৎসর্গীকৃত হইল।

উপক্রমণিকা।

১

অনন্ত সহস্র শিরে করিয়া ধারণ,
পালিতেছে সদাকাল অখিল সংসার।
রাজনীতি পালিতেছে অনন্ত জীবন
সহস্র মস্তকে বহি সংসারের ভার।
উপবিষ্ট ফণীবর কুঞ্জর আসনে,
ন্যায় পৃষ্ঠে রাজনীতি অচল অটল।
কি বলিব!—আর দুখ সহেনা পরাণে;
বুঝিতে না পারি কিছু কালের কৌশল!
সেই রাজনীতি আজি মোহের কুহকে
দংশিল শতেকমুখে ন্যায়ের মস্তকে।

২

কুর্ম্ম পৃষ্ঠে করীশ্বর—ধর্ম্ম পৃষ্ঠে ন্যায়;
নীরবে দাঁড়ায়ে ন্যায় সহিছে দংশন;—
উপেক্ষিতে রাজনীতি নাহিক উপায়;—
শিরে তার সংসারের অনন্ত জীবন।
কহিছে কাতরে ধর্ম্ম চাহি ন্যায় পানে,—
"করিলা আমারে রক্ষা যে পুরুষগণ.
আঁধার ভারত রাজ্যে আলোক প্রদানে।
যেই রাজনীতি তাঁরা করিলা স্থাপন,—
সে যদি সহস্র মুখে বর্ষেও গরল,
সহিও আমার পানে চাহিয়া কেবল!"

৩

ভারতের পরিণাম ঘোর অন্ধকার !
তাই অন্ধ—জগতের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি !
নতুবা কে মাখে কালী অঙ্গে আপনার !
কেবা কাটে মূল—অগ্রে করি অবস্থিতি।
হায়, পঞ্চবিংশ কোটী লোকের নিশ্বাসে
ভারত হৃদয়ে ঝড় উঠিছে তুমুল !
উথলিছে শোক-সিন্ধু অনন্ত উচ্ছ্বাসে !
ছিন্ন আশা-কাননের লতা পাতা ফুল !
পঞ্চবিংশ কোটী মুক—নত অপমানে !
লজ্জায় কেহনা চাহে ফিরি কারো পানে।

৪

ভারতে আলোক আজি লজ্জার কারণ !—
ভাবিয়া, আলোকময়ী দিবা—বিষাদিনী !
বিষণ্ণ হইল ক্রমে প্রসন্ন আনন ?
চলিলা ভারত ছাড়ি—চৈতন্য দায়িনী।
পশ্চিম সাগর পারে অগ্নিকুণ্ড জ্বালি,
ঢালি দিলা সাধ্বী তায় দেহ অনায়াসে !
মূহূর্ত্তে হইল আহা ! স্বর্ণ-অঙ্গ কালী !
ভাসিল অগ্নির আভা পশ্চিম আকাশে ;
সন্ধ্যা আসি ম্লানমুখে চিতা ধোয়াইল !
সোণার ভারত রাজ্য আঁধারে ডুবিল !

ভারতে উষা।

প্রথম উল্লাস।

১

দিতে মহাকালে প্রেম আলিঙ্গন,
তিমির বরণা নিশা—ভয়ঙ্করী,
ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া করিছে গমন,
একাকিনী রণে বিশ্ব জয় করি।
মস্তকে নিবিড় নীরদ-কুন্তল,
সগর্ব্বে স্মরিয়া স্বীয় বীরপনা,—
—করিছে পৃথ্বীর দিগন্ত উজ্জ্বল—
র'য়ে র'য়ে অট্টহাসি,—বিবসনা!
কটিতে বাজিছে ঝিল্লীর কিঙ্কিনী;
হারা'য়েছে সংজ্ঞা আতঙ্কে মেদিনী!

২

ছাড়িছে নিশ্বাস ভীমা ক্ষণে ক্ষণে;
বিদ্যুত অনল নাসা রন্ধ্র দিয়া,—
ভুজঙ্গের মত ছুটিছে গগনে!
উঠিছে নিসর্গ ভয়ে চমকিয়া!

তৃণ, তরু, শৈল, গোস্পদ, সাগর,
দরিদ্র কুটীর, রাজেন্দ্র নিলয়—
গ্রাসিছে !—করিছে পূর্ণ স্থূলোদর !
ভারতে ভারত নাহি জ্ঞান হয় !
ভয়ঙ্কর দৃশ্য !—শূন্য ময় সব !
ভয়ে পাখীটীও নাহি করে রব !

৩

মুমূর্ষু ভারত নীরবে কান্দিছে,—
নগেন্দ্রের কণ্ঠে মস্তক রাখিয়া,
গোমুখী, যমুনা—দু ধারা বহিছে—
দুনয়ন দিয়া পড়ি গড়াইয়া।
স্তম্ভিত নগেন্দ্র ! স্তম্ভিত কৈলাস !
ক্ষোভে ভারতের চুম্বি পদতল
কান্দে মহাসিন্ধু হইয়া নৈরাস।
ত্যজে তরুবল্লী শিশিরাশ্রু জল।
ভারত সন্তান—ভারতের সনে
দহিছে ভীমার জঠর দহনে !

৪

পরি ত্রিভুবন বিমোহিনী ভূষা,—
ধীরে ধীরে পাছে ভৈরবী ভীমার
আসিতেছে হৈম কিরীটিনী ঊষা—
ভারত জীবন করিতে উদ্ধার।

হায়রে! ছাড়িয়া পূর্ব্বাচল সীমা,—
প্রতিচী সাগর করিয়া লঙ্ঘন,
কহ মা ভারতি! কত কালে ভীমা
মহাকাল কোলে করিবে শয়ন?
ভবিতব্য চিত্র পৃথিবীর যথা—
দাসে সঙ্গে করি যাও মাগো তথা।

৫

ইন্দ্রালয় আজি নিস্তব্ধ নীরব!
নিরখিতে হয় হৃদয় স্তম্ভিত!
বসন্ত পবন নন্দন সৌরভ—
বিতরি, করেনা দিগন্ত মোহিত!
নাহি যাগ যজ্ঞ—আনন্দ উৎসব!
উঠেনা বেড়িয়া বিপুল সংসার
ধূমরাশি—ধরি মূরতি ভৈরব—
হোমগন্ধ করি সঘনে উদ্গার!
সিংহ দ্বার দিয়া—দেবেন্দ্র আগারে—
দেব স্রোত নাহি বহে দীর্ঘাকারে!

৬

পুরীর দুয়ারে দৌবারিকগণ
ভ্রমিছে নীরবে—মুক্ত অসি করে।
সম্মুখে ভীষণ সমর প্রাঙ্গন,—
দৃষ্টির সীমায় শূন্য ধূধূ করে!

রণভেরী আজি বাজেনা সে স্থলে ;
দেবসুত দলে দেয়না কুমার
রণশিক্ষা—অতি অদ্ভুত কৌশলে—
করি দর্শকের বিস্ময় সঞ্চার !
উন্মত্ততা ছাড়ি আজি রণস্থল—
বিবেক প্রবাহে ভাসিছে কেবল !

৭

আগ্নেয়াস্ত্র, অসি, ত্রিশূল মুষল,
নাহি গড়ে শিলপী—পশি শিল্পাগারে !
নহে বিঘূর্ণিত কোন যন্ত্র কল—
ধূম্র সমুদগারি বিকট চীৎকারে !
বিশ্ব ভবিতব্য মান চিত্র পরে—
কি চিত্রে ভারত হইবে চিত্রিত,
দেব সভা হ'তে এখনো অমরে—
হয়নি সে বার্ত্তা স্রোত প্রবাহিত !
তাই আজি সেই মান চিত্র পর
নাহি ধরে তুলি দেব চিত্র কর !

৮

শক্র ভাসাইয়া, রাহু নাচাইয়া,
আনন্দে মাতিয়া—দেব ঋষিগণ,
ঈশ্বর সঙ্গীতে—রাগিণী ধরিয়া,
অশ্রুধারা নাহি করে বিসর্জ্জন !

দেয়না গম্ভীরে ধর্ম্ম উপদেশ !
নাহি করে-উচ্চে বেদ অধ্যয়ন।—
চিন্তি—বিজ্ঞানের নিগূঢ় উদ্দেশ—
রাজনীতি গুপ্তকক্ষ অন্বেষণ !
অজীন আসন, বেদী নানা স্থলে
রহিয়াছে পড়ি বটবৃক্ষ তলে !

৯

পৃথিবীতে কোথা কিরূপ আচার,
বাণিজ্য বিস্তার কোথায় কেমন,
কোথায় বিদ্যার উন্নতি অপার,
কোথা দৃঢ়তর একতা বন্ধন,
কোন দেশ বাসী বীরত্বে অটল,
সতীত্ব কোথায় রমণী জীবন,—
লক্ষ্মী, সরস্বতী মুখে এ সকল—
সুরবালা দল করেনা শ্রবণ !
সকলেই আজি ইন্দ্রের সভায়—
নীরবে নিমগ্ন ভারত চিন্তায় !

১০

উপবিষ্টা মহা সভা বিষাদ আসনে !
অবরুদ্ধ বাক্‌যন্ত্র ! স্তব্ধ কলেবর !
জ্ঞান-প্রভা-প্রফুল্লিত প্রশান্ত আননে—
গভীর চিন্তার স্রোত বহে ভয়ঙ্কর !

কে বলিবে ?—এ স্রোতের কথা অবসান
কোন্ দূর ভবিষ্যৎ অনন্ত-নিবাসে ?
অৰ্দ্ধ নিমীলিত নেত্র ! যেন ম্রিয়মান !
পরদুঃখ কাতরতা কাতরে বিকাশে !
সিংহদ্বার প্রতি সভা চাহিছে সঘন,
অবিলম্বে কার যেন হবে আগমন।

১১

দিবসের রঙ্গালয়ে সহস্র কিরণ,
অনন্ত অপূৰ্ব্ব দৃশ্য অভিনয় করি,
ক্লান্ত কলেবর—দেব বিশ্রাম কারণ
ঢালিয়াছে প্রতিচীর প্রান্ত শয্যা' পরি ;
গায়না নেপথ্যে শুক, সুকণ্ঠা শারিকা ;
বাজেনা জগতযন্ত্রে—গগণ পরশি—
ঐকতান ঘোররোলে, রক্ত যবনিকা
পশ্চিম গগণ দ্বারে পড়িয়াছে খসি।
দেখিতে হে ভবিষ্যৎ চিন্তিছে সমিতি !
হায় ! ভাবে সে দৃশ্য কি দেখায় প্রকৃতি ?

১২

উপাধানে অৰ্দ্ধশায়ী বীরেন্দ্র কুমার ;
বাম করতল পৃষ্ঠে বাম গণ্ডস্থল ;
বীর আত্মা—অটলতা করি পরিহার,
গভীর চিন্তার স্রোতে ভাসিছে কেবল !

প্রকৃতির সেই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে—
কহিলা সে সেনাপতি—“লজ্জায় ঘৃণায়
কি যে ইচ্ছা হয় মনে পারিনা বলিতে !
যে ভারত সদারত দেব তপস্যায়,
সে ভারত শিরে দেখি দাসত্ব পসরা—
জনমিয়া দেবকুলে বীরেন্দ্র আমরা !”

১৩

“যদি এক এক গাছি সূত্রের মতন
মানবের স্বার্থগুলি করিতেন ধাতা,
অনন্ত জগত তবে করিত দর্শন—
বেষ্টিতা মাকর জালে দেবী বসুমাতা !
মাকরের ভক্ষ্য কীট ! ভারত সে জালে-
জড়ায়ে,—অস্ফুট স্বরে দুখগান গায় !
মাকরের ক্ষুধানলে জীর্ণ পাবে কালে !
আজি শুধু পদাঘাত তাহার মাথায় !
ইচ্ছা হয় এই দণ্ডে—” নীরবিলা বীর !
উদ্গারিল বীরতেজ—কাঞ্চন শরীর !—

১৪

বিদ্যুৎ হইতে যেন ঝলসি বিদ্যুৎ
অনন্তে মিশিয়া গেল ধাঁধিয়া নয়ন !
আতঙ্কে হইল কত গ্রহ কক্ষ চ্যুত !
চমকি গম্ভীর ভাব ধরিল ভুবন !

কতক্ষণে শচীনাথ—"বীরেন্দ্র কুমার!
অনুচিত এ আক্ষেপ তোমার অন্তরে।
করিছেন সমর্পণ বিধি বিশ্বাধার,
ভারতের ধর্ম্ম সূত্র ব্রীটনের করে।
কার সাধ্য—অবিচ্ছিন্ন করে সে বন্ধন?
নিয়তি চক্রের গতি কে করে বারণ?"

১৫

উন্নতি কি অবনতি—যাহার যখন—
লিখিত ধাতার গ্রন্থে অক্ষয় অক্ষরে,
ঘটিবে নিশ্চয়!—লোক কার্য্যের কারণ-
কর্ম্ম অনুযায়ী পথে বিচরণ করে।
ভারত রক্ষার তরে গেলে শূরমণি!
যাইবে সে রসাতলে বীর পদভরে।"
নীরবিলা সহস্রাক্ষ; ধীরে প্রতিধ্বনি—
বায়ু সনে নাচি নাচি মিশিল অম্বরে।
আবার নীরব সভা! স্থির সিন্ধু দিয়া—
একটী তরঙ্গ যেন গেল খেলাইয়া!

১৬

উপনীত বৃহস্পতি সভা সন্নিধানে;—
স্থূলোন্নত কলেবর—স্বাস্থ্যের নিলয়।
প্রতি লোমকূপে স্ফূর্ত্তি হাসে একতানে,—
যে জ্ঞান গর্ব্বিত হাসি হাসিছে হৃদয়।

বক্ষস্থ বিজ্ঞানের সমর প্রাঙ্গণ ;
আজানুলম্বিত বাহু—জয়ধ্বজা তায় ;
শাস্ত্র সিন্ধু মর্ম্মতলে করে আস্ফালন ;
অনন্ত হিল্লোল তায় নাচিয়া বেড়ায় !
চুম্বিছে প্রত্যেক উর্ম্মি—বিবেক বাতাস ;—
আয়ত নয়ন ভাবে করিছে প্রকাশ।

১৭

অপূর্ব্ব উষ্ণীষ শিরে—জটা বিরচিত ;
ত্রিপুণ্ড্রক ভালদেশে ; যজ্ঞ সূত্র সনে—
মেখলা, রুদ্রাক্ষ মালা গলে সুশোভিত।
দীর্ঘ শ্বেত শ্মশ্রু—বক্ষ চুম্বিছে সঘনে ;
উত্তরীয় স্কন্ধে ; পরা কৌষিক বসন ;
গঙ্গা মৃত্তিকায় লেখা সর্ব্ব কলেবরে—
ঈশ্বরের নামাবলী—অপূর্ব্ব দর্শন।
ধীরে ধীরে জপমালা ঘোরে বাম করে ;
মনের ঈষৎ হাসি অধর সীমায়,—
সংসারের অনিত্যতা—মুর্ত্তিমতী তায় !

১৮

আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ প্রসন্ন আসন—
অনন্ত দয়ার জ্যোতিঃ অনন্তে ছড়ায় !
নর রক্ত লোভী দুষ্ট শার্দ্দূল ভীষণ,
তাঁহারো নিষ্ঠুর প্রাণ উজ্জ্বলিত তায় !

দাঁড়াইয়া মহা সভা, তাপস রতনে
প্রসারি অনন্ত বাহু কোলে দিলা স্থান ;
চাহিলা বদন পানে অনন্ত নয়নে ;
প্রতি নেত্রে দীনতার চিহ্ন ভাসমান।
জপপূর্ণ করি ঋষি, কতক্ষণ পরে
"কার্য্যসিদ্ধি" নিবেদিলা সুগভীর স্বরে।

১৯

"জ্ঞানাম্বুধি বিলোড়িয়া, যেই পন্থা আমি
করেছিনু উত্তোলন—চিন্তি বহুদূর,
আদেশিলা হতে শীঘ্র সেই পথগামী
পিতামহ, লক্ষ্মীনাথ, দেব চন্দ্রচূড়।
ভারতের দুখ-নিশি শীঘ্র পোহাইবে,
শীঘ্র সুখময়ী ঊষা দিবে দরশন ;
ভারত সন্তান শীঘ্র নয়ন খুলিবে,
শীঘ্র পাবে বঙ্গভাষা স্বাধীনতা-ধন।
জিজ্ঞাসিয়া বিরিঞ্চিকে লভিছি উত্তর।—
সম্মুখে ভারত চিত্র অতি মনোহর।"

২০

"লয়ে সঙ্গে বঙ্গভাষা—বঙ্গ অলঙ্কারে
কর শীঘ্র স্বপ্নদেবি, ব্রীটনে গমন ;
প্রবেশি ব্রীটনেশ্বরী হৃদি রঙ্গাগারে,
অপূর্ব্বাভিনয় আজি করাও দর্শন !

যাও বঙ্গভাষে, পুনঃ পাবে স্বাধীনতা ;
বৃথা আর করিও না অশ্রু বিসর্জ্জন,
বলিও খুলিয়া সব অন্তরের কথা,
অটল অভয় চিত্তে রাণীর সদন।
ভারত কুগ্রহগণে দমন কারণে
যাইতেছি শীঘ্র আমি ভারত-ভবনে।"

২১

দাঁড়াইলা বঙ্গভাষা রমণী মণ্ডলে ;
নিবিড় কুন্তল জাল চুম্বিল চরণ ;
ঝলসিল তারাবলী রক্ত বস্ত্রাঞ্চলে ;
ছুলিল নয়ন ধাঁধি কর্ণ আভরণ।
ধ্বনিল কঙ্কণ করে ; মঞ্জির চরণে ;
নাচিল বেশর বিদ্ধ তিনটী রতন—
বামগণ্ড উজলিয়া—অপূর্ব্ব দর্শনে !
হেম অঙ্গ ছড়াইল রূপের কিরণ।
অসংখ্য বিশাল স্তম্ভে সভা—সৌধতল—
হাসিল—অরুণোদয়ে যথাপূর্ব্বাচল !

২২

কৌমারের সুখনিশি বিগত বামার ;
যৌবন-ঊষার ছায়া সৌন্দর্য্য সাগরে—
ভাসিতেছে ;—চুম্বিতেছে যেন পারাবার !
নীরবে নাচিছে সিন্ধু অনন্ত লহরে !

লজ্জার রক্তিম আভা, ভাসিছে বদনে।
নেত্র নীলোৎপল অর্দ্ধ নিমীলিত প্রায়,—
সিক্ত শিশিরের জলে; বলিব কেমনে—
মনের যে কত জ্বালা বিকাশিছে তায়!
অর্দ্ধ বিকাশিত জ্ঞান স্বর্ণ শত দল—
হৃদয় সরসী জলে করে ঢল ঢল!

২৩

হায়, প্রফুল্লতা নাই এমন উষার!
গ্রাসিছে সহসা এক কাল মেঘ আসি!
পড়িছে কালিমা ছায়া বদনে বামার!
গেছে বিম্বাধর ছাড়ি স্বাধীনতা হাসি!
তাই আজি বঙ্গভাষা—বঙ্গ অলঙ্কার,
জীবন মরণ মনে করি দৃঢ় পণ,
শোকার্ণবে ডুবাইয়া বঙ্গের সংসার,
লইয়াছে স্বর্গে আসি দেবের স্মরণ!
আবার চলিল এই ব্রীটন নগরে,
না জানি এ অভাগীর কি হইবে পরে!

২৪

দাড়াইলা মায়াময়ী স্বপ্ন প্রদর্শিনী;
অনন্ত ভাব লহরী—নয়ন সাগরে—
খেলিতেছে! রস রঙ্গে ভাসিছে রঙ্গিনী।
চঞ্চল দৃষ্টিতে পড়ি অনন্ত সংসার—

হাসিতেছে কান্দিতেছে—আশ্বাসে নিরাশে!
সমুন্নত বঙ্গস্থল; অভ্যন্তরে তার—
নাচিছে হৃদয় সিন্ধু অনন্ত উচ্ছাসে!
দিন রাতি—রাতি দিন যে করিতে পারে,
কে বলিবে কত ভাব তাহার ভাণ্ডারে?

২৫

কতক্ষণ দেবগুরু নীরবে থাকিয়া,
বঙ্গভাষা সুন্দরীরে কহিলা সুমতি—
"চিন্তা করিওনা বৎসে, শুন মন দিয়া,
বলিলেন বিশ্বমাতা ঈশানী পার্ব্বতী,—
"শ্বেত দ্বীপ বাসী এক মহাত্মা সুজন—
রীপন তাঁহার নাম; সেই জ্ঞানবান।
করিবে তোমার সব অভীষ্ট পূরণ।
তাঁর স্পর্শে ভারত পাইবে নব প্রাণ।"
ভারতের বক্ষে সেই রীপনে অচিরে
পাঠাতে বলিও বৎসে, ব্রীটন রাণীরে।"

২৬

"ধর এই আশীর্ব্বাদ—কুসুম রতন।
দিয়াছেন দয়াময়ী জগত জননী;
ভক্তি ভাবে রাখ করি অঞ্চলে বন্ধন,
বিপদ নারিবে অঙ্গ স্পর্শিতে কখনি।
লভিবে অনন্ত জ্ঞান. অনন্ত উন্নতি;

প্রসবিবে সুকুমার দুর্লভ রতন।”
হাত পাতি বঙ্গ ভাষা সযতনে অতি
পার্ব্বতীর আশীর্ব্বাদ করিলা গ্রহণ।
দাঁড়াইলা সুরাচার্য্য, দাঁড়াইল সবে ;
ভঙ্গ হলো মহা সভা জয় জয় রবে।

দ্বিতীয় উল্লাস।

১

[illegible]া রথে বঙ্গভাষা স্বপ্নদেবী সনে
করিলা ইংলণ্ড যাত্রা—দেব মন্ত্রণায় ;
উঠিল স্যন্দন বর নিশার গগণে—
উজলিয়া দশ দিগ অপূর্ব্ব আভায়।
সুবর্ণ পতাকা পুঞ্জ শোভিল অম্বরে—
সহস্র সহস্র ধ্বজে ;—অরণ্যের শির
শোভে যথা অপরাহ্নে দিনেশের করে।
পতাকার মুখ তুলি চুম্বিল সমীর।
অনন্ত নক্ষত্র ঊর্দ্ধে করে ঝল মল ;
নিম্নে অন্ধকার কোলে সুপ্ত ধরাতল !

২

আদেশিলা স্বপ্নদেবী সারথী প্রবরে—
"নিরখিতে ব্রীটনীয়া বাণিজ্যের পথ
করিলেন বঙ্গভাষা বাসনা অন্তরে,
সেই পথে যাও ধীরে চালাইয়া রথ।"
চালাইল দেব যান অমনি মাতলি ;
বঙ্গ সরস্বতী রূপ করি দরশন,

লাজে লুকাইতে দেহ যেন তারাবলী
ছুটিল পশ্চাতে, ছাড়ি গগণ প্রাঙ্গণ।
ভারতে ইংলণ্ড যাত্রা প্রচার করিতে
চলিল বিটপী রাজী বিদ্যুৎ গতিতে।

৩

অনন্ত লহরী মালা হৃদয়ে পরিয়া
রজত বরণী গঙ্গা—সুর শৈবলিনী—
শত মুখে—শতমুখী চুম্বিতেছে গিয়া
নীল সিন্ধু—ক্রমান্বয়ে হয়ে প্রসারিণী
ধূমতারা ধূমরাশি ক্রমশঃ যেমতি—
বিস্তারি অনন্ত নীল আকাশে মিশায়
দেখিতে লাগিলা চেয়ে বঙ্গ সরস্বতী
নিম্নে ঊর্দ্ধে প্রকৃতির শোভা সমুদায়
বঙ্গ মহা সাগরের হৃদয় রতন—
স্বর্ণময়ী লঙ্কা দিল সম্মুখে দর্শন।

৪

কহিলেন স্বপ্নদেবী—অমৃত ভাষিণী—
"পূজিলা যেখানে রাম সজীব উল্লাসে
আর্য্য স্বাধীনতা মূর্ত্তি—ভুবন মোহি
এই সেই স্বর্ণলঙ্কা,—দেখ বঙ্গ ভাষে!
হায়, ভারতের রাম গড়িলা যাহারে-
সেই দশভুজা মূর্ত্তি—শক্তি রূপিণীর-

হয় না প্রকৃত পূজা ভারত সংসারে !
বিজ্ঞান সম্বল নাই ভারত বাসীর !”
সুধাইলা ভাষা—“দেবি ! করহ বর্ণন
বৈজ্ঞানিক মতে সেই রূপের গঠন ।”

৫

“অমৃত হইতে তব বচন মধুর ;
যত শুনি তত জন্মে হৃদয়ে পিপাসা ;
জ্ঞানালোকে উজ্জ্বলিত হয় চিত্ত-পুর ।”
এত বলি নীরবিলা দেবী বঙ্গ ভাষা ।
আরম্ভিলা মায়াময়ী মধুর বচনে—
“দুর্গতি নাশিনী” যিনি এই বসুধার,—
মহতী মায়ার দৃঢ় একতা বন্ধনে ;—
মহা শক্তি স্বাধীনতা—সে বিনে কে আর ?
তাই দুর্গা—মহামায়া অভয়া ঈশ্বরী !
ভবার্ণব উদ্ধারের সেই মাত্র তরী !”

৬

“দশদিগে দশহস্ত করিয়া বিস্তার—
ধরিয়া অব্যর্থ অস্ত্র এক এক খানি,
না করিলে রাজ্য রক্ষা, থাকে কি প্রকার—
স্বাধীনতা ?—দশভুজা তাই মা ঈশানী !
ত্রিশূলীর সে অব্যর্থ ত্রিশূল ভীষণ,
প রশু রামের সেই অব্যর্থ কুঠার,

বরুণ অব্যর্থ পাশ, বিষ্ণু সুদর্শন,
যমের অব্যর্থ দণ্ড, ইন্দ্র শত ধার।—
এরূপ অব্যর্থ অস্ত্রে দশদিগ যদি
রক্ষা কর, স্বাধীনতা রবে নিরবধি।”

৭

রণবাদ্য জয়ঘণ্টা রাজে এক করে;
না শুনিলে ঘন ঘটা গভীর গর্জ্জন,
উঠে কি উচ্ছাস বীর হৃদি রত্নাকরে?—
ঢালিতে সমরাঙ্গনে অমূল্য জীবন?
ঊর্দ্ধে সদানন্দ—ধর্ম্ম; সেই ধর্ম্ম প্রতি
না চাহিলে স্বাধীনতা,—থাকে কি প্রকার?
তাই ত্রিনয়না সেই দেবী ভগবতী;
সাম্য, সত্য, ন্যায়—এই ত্রিনেত্র তাঁহার!
সঙ্গেই বিজয় জয়;—তাই দুই ধারে
রাখিলেন সখিভাবে, জয়া, বিজয়ারে!”

৮

“শক্তিধর সেনাপতি—কার্ত্তিক মতন
বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞবর গণেশ প্রকার—
সন্তান বিহনে মার কে রক্ষে জীবন?
বীর সিংহ বিনে পারে কে বহিতে ভার?
স্বাধীনতা জননীর শত্রু স্বেচ্ছাচার;
স্বেচ্ছাচার হতে রাজ দ্রোহের উত্থান;

সম্মুখে মহিষাসুর তাই অভয়ার ;
নত শ্রীচরণ স্পর্শে লভি দিব্যজ্ঞান !
স্বেচ্ছাচারে বলি দিয়া, করহ দমন—
রাজদ্রোহে, যদি চাও স্বাধীনতা-ধন।”

৯

“রাজনীতি পটে—এই জগত জননী—
স্বাধীনতা মূর্ত্তি চিত্রি বিজ্ঞানের বলে,
ভেবে দেখ বঙ্গভাষে ! রঘুকুলমণি
কিনা উপদেশ দিলা এবিশ্ব সংসারে।”
দেখিলা সম্মুখে দেবী, এতেক বলিয়া,
শোভিছে পাহাড় শ্রেণী লোহিত সাগরে,
কোথাবা স্বুবর্ণ লঙ্কা রয়েছে পড়িয়া ;
কোথাবা পর্ব্বত মালা এডেন নগরে।
তথাকার অনুর্ব্বরা ভূমি সমুদায়
আঁধারে রয়েছে এবে লুকাইয়া কায়।

১০

আঁধারে বাবেলমেণ্ডব্ চলিতেছে ধীরে ;
একতীরে আরবের বিস্তৃত পাহাড় ;
পেরিম অতীব ক্ষুদ্র দ্বীপ অন্যতীরে ;
কিছু নাহি দেখা যায়—সব অন্ধকার।
পশ্চাতে দেখায় মাত্র—দূরে অতিশয়
সীমাহতে সীমান্তর—মেঘের মতন—

আফ্রিকার শ্রেণীবদ্ধ পর্ব্বত নিচয় ;—
মস্তকে অনন্ত ;—তায় তারা অগণন।
দেখিতে সুয়েজ পাছে ডুবিল তিমিরে;
শোভিল মিশর রাজ্য সমুদ্রের তীরে।

১১

কহিলেন মায়াময়ী, বঙ্গ জননীরে
"হায় দেবি ! একদিন ছিল উচ্চাসন
জ্ঞান গরিমায় যার অবনী মন্দিরে,
এই সে মিশর রাজ্য কর দরশন।
এই দেখ, চারিদিগে ভগ্ন অবশেষ ;—
বিজ্ঞাপিছে পূর্ব্বকীর্ত্তি ; কি বলিব হায়।
বুক ফাটে নিরখিয়া মিশরের বেশ !
ভারত—মিশর আজি একই শয্যায় !
অই দেখ, পিরামিড্ আশ্চর্য্য কেমন !
জগতে মন্দির নাহি ইহার মতন !

১২

"কলঙ্কিনী বলি ঘৃণা নাহি করি মনে
জগতের শ্রেষ্ঠ কবি সেকস্‌পিয়র
যাঁর প্রতিমুর্ত্তি—কাব্য বিমল দর্পণে
রাখিলা এ অবনীর মস্তক উপর !—
যে প্রতিমা—জগজ্জন হৃদি স্তরে স্তরে—
খেলিতেছে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তুলিয়া,

সে রূপসী ক্লিওপেট্রা একদা মিশরে
দিয়াছিল প্রণয়ের বিপণি খুলিয়া !
অই দেখ, স্তম্ভ তার আশ্চর্য্য কেমন—
মর্ম্মর প্রস্তরে কিবা বিচিত্র গঠন !”

১৩

কহিলেন বঙ্গভাষা—“বৃথা সেইরূপ !—
যেরূপের জ্যোতিঃ স্বর্গ নাপারে স্পর্শিতে !-
আঁধার নরকে থাকে হয়ে ভস্মস্তূপ !
মুগ্ধ মাত্র পাপ কীট সেরূপ বহ্নিতে !
বলিতে বঙ্গের মাতা, নৈশ অন্ধকারে—
মুখ ঢাকি, ক্ষোভে গেল চলিয়া মিশর।
বলিলেন স্বপ্নদেবী, বঙ্গ অলঙ্কারে—
“অই যে মালটা দ্বীপ—অপূর্ব্ব নগর !
দেখ দেখ, পথগুলি সুন্দর কেমন !
দুই পাশে শ্রেণী বদ্ধ কমলা কানন।”

১৪

“অই যে—অপূর্ব্ব—সেণ্টজনের মন্দির,
দেখ দেখ, সুসজ্জিত কি নৈপুণ্য সাজে !
নির্ম্মাতা—প্রধান যত শিল্পী ইটালীর ;
দয়ার প্রতিমা, অই মন্দিরে বিরাজে।
বক্ষ স্থলে লয়ে দয়া প্রাণের সন্তান,
চাহিছে বাৎসল্যভাবে চন্দ্র মুখ প্রতি ,

মৃদু মৃদু হাসি শিশু স্তন্য করে পান ;
দেখি নাই কোন রাজ্যে এমন মূরতি !
ভাবের বিকাশ হেন পাষাণ মূর্ত্তিতে—
অঙ্কিত করিতে কেহ পারেনি পৃথ্বীতে।”

১৫

“অই যে দেখিছ এক প্রশস্ত আগার,
এই মালটার যত অনূঢ়া রমণী,—
রেখেছে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি ভিতরে উহার !
দেখাইব, চল যাই বঙ্গের জননী !
কতই আশ্চর্য্য মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া,
রেখেছে সাজায়ে অই নিকেতন মাঝে !
কেমনে বুঝিবে সত্তি, চক্ষে না দেখিয়া—
কতগুণ রমণীর হৃদয়ে বিরাজে !”
ক্ষণ কাল নিরখিয়া শোভা মালটার,
ব্যোমপথে ব্যোম যান চলিল আবার।

১৬

জিব্রল্‌টার শৈল শ্রেণী দূরে ফেলাইয়া,
ফিনিষ্টার অন্তরীপ অতিক্রম করি,
যাইতে লাগিল রথ শূন্য আলোকিয়া।
নীরব নিস্তব্ধ বিশ্ব ; গভীরা শর্ব্বরী।
অনন্ত শয্যায় ঊর্দ্ধে ঘুমন্ত নয়নে
থাকি থাকি, তারাবলী চাহে ধীরে ধীরে ;

নিম্নে প্রতিবিম্ব খেলে অনন্ত জীবনে!
সুপ্তসিন্ধু সুবেষ্টিত আকাশ প্রাচীরে।
শুভ্রালোকে জল রাশি করিয়া উজ্জ্বল
স্থানে স্থানে খেলিতেছে চন্দ্র মৎস্য দল।

১৭

কতক্ষণে ফ্রান্সে রথ দিল দরশন;
অন্ধকার নাহি করে প্রভুত্ব তথায়;—
রহিয়াছে চারি দিগে প্রহরী মতন!
গ্যাসালোকে আলোকিত ফ্রান্স সমুদায়।
কত শত কীর্ত্তি স্তম্ভ আছে দাঁড়াইয়া;
মস্তকে অনন্ত রাজ্য—ছত্রের মতন;
যেন সাহঙ্কারে শির উন্নত করিয়া,
করিতেছে তুচ্ছ এই অখিল ভুবন!
শকটের ঘর্ঘরিতে মনে হয় জ্ঞান,
গর্জ্জে বীর ফ্রান্স করি বীরত্বাভিমান!

১৮

কহিলেন স্বপ্নদেবী—"অয়ি বঙ্গ ভাষে!
যে অজেয় বীরশ্রেষ্ঠ, বসুধারে জয়—
করি স্বীয় বাহুবলে, সংসার নিবাসে
রাখিলা সুবীরত্বের গৌরব অক্ষয়!—
সেইবীর বোনাপার্টি পুরুষ প্রধান
এফ্রান্স রাজ্যের ছিল একদা ঈশ্বর।

চক্রান্তে হইয়া বন্দী করিলা প্রস্থান
সেণ্টহেলেনায় যবে সেই বীর বর,
সে হইতে ফ্রান্স রাজ্য হইল আঁধার!
কি আছে এখন আর ফ্রান্সে দেখিবার?"

১৯

ক্রমে শকটের শব্দ, জন কোলাহল,
যন্ত্র-কল—নানাধ্বনি হইল বারণ।
যমের কিঙ্কর সম—প্রহরী সকল
আরম্ভিল অশ্বে, পদে করিতে ভ্রমণ।
ত্রিতল প্রাসাদোপরি হার্ম্মোনির সনে—
সহসা রমণীকণ্ঠস্বর—মধুময়—
উঠিল চৌদিগ ব্যাপি—নিশার গগনে।
নিম্নে স্থির গ্যাস শিখা,—ঊর্দ্ধে তারা চয়;
নীরব নিস্তব্ধ ভাবে প্রকৃতি সুন্দরী
শুনিতে লাগিল সেই সঙ্গীত লহরী!

২০

বেহাগ মধ্যমান।

অয়ি বীরাঙ্গনাগণ! সংসারে কি প্রয়োজন
সাজাইয়া রণতরী, চল করি আরোহণ।

২১

লহ কাড়ি তনু ত্রাণ বন্দুক, অসি, কামান,
অবশ্য সে রণাঙ্গনে, রাখিব ব্রীটন মান,—
উড়াব জয় নিশান ;
নতুবা ঢালিব অঙ্গ, জ্বালা হবে নিবারণ।

২২

ওরে কুলাঙ্গারগণ ! সুখ শয্যা রণাঙ্গণ—
নাহি করি চিরাশ্রয়, পরশিলি কি কারণ—
ব্রীটন—বীরভবন ?
কি আশে জীবন লয়ে করিলিরে পলায়ন ?

২৩

আমাদের প্রেম ধন—আশায় কি আগমন ?
ছুঁইসনে, ছুঁইসনে অঙ্গ, দূরে দাঁড়া ভীরুগণ !—
কলঙ্কের নিকেতন !
দেখিলে তোদের মুখ, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে মন !

২৪

সে দিন করিলি দান যাদেরে মানব জ্ঞান,
হারিয়া তাদের সনে, রাখিলি ছার পরাণ ?—
নাশিলি ব্রটন মান !
এ কলঙ্ক কি করিয়ে হব মোরা বিস্মরণ ?

২৫

বিমল আনন পানে বঙ্গ জননীর
নিরখি অমর বালা, কহিলা বচন—

"কোমল কণ্ঠের স্বর ফ্রান্স রমণীর
শুনিলে হে বঙ্গভাষে মধুর কেমন?
কি বিশুদ্ধ তান লয়!—সুধা বর্ষে প্রাণে!
জ্ঞান হয়, নিম্নে পৃথ্বী, উর্দ্ধে তারাদল;—
হারায়েছে সংজ্ঞা, অই স্বর সুধা পানে!
নীরব নিস্তব্ধ তাই!—আবেশে বিহ্বল!
মূর্ত্তিমান স্বর!—নাশি দুষ্প্রবৃত্তি চয়ে,
জাগাইছে অনিত্যতা সংসার হৃদয়ে।"

২৬

"জীবন্ত ভাবের পূর্ণ বিকাশ—সঙ্গীতে!—
কি মধুর উদ্দীপনা!—শুন মন দিয়া।
কি বীর, কি বীরাঙ্গনা—কে পারে তিষ্ঠিতে।
এ সঙ্গীতে, একবার শির না তুলিয়া?
বৃটীশের রণতরী যে দিন বৃটনে
উপনীত আমেরিকা জলাঞ্জলি দিয়া,
সে দিন এ গীত-রবি উঠিল গগণে
শ্বেতাঙ্গনা শ্বেত কণ্ঠ আরক্ত করিয়া!
বুঝিতে—সে দৃশ্য দেবি, করিলে দর্শন,
স্বদেশ কলঙ্কে নারী ব্যথিত কেমন।"

২৭

কহিলেন বঙ্গভাষা—"এরূপ রমণী
যদি না করিত বক্ষে ধারণ বৃটন,

তবে কেন সমস্বরে সমগ্র অবনী
বৃটন গৌরব আজি করিবে কীর্ত্তন ?
একদিন ভারতের রাজপুত নারী,
অনুমতি দিত পুত্রে—"যাও বাছা রণে,
সুখী কর দেশ বৈরী অচিরে সংহারি ;
নতুবা পাতিও শয্যা—সমর প্রাঙ্গণে !"
এরূপ তেজস্বী বাক্য ছিল অঙ্গনার !
আজিও গৌরব তাই রাজপুতনার।

২৮

"ভাবের অনন্ত রাজ্য নারীর হৃদয়—
হইতে সংসারে বর্ষে যে জ্যোতি সকল ;
তাহে আলোকিত নর, জানিও নিশ্চয় ;
আলোকে আঁধার বিশ্ব যেমতি উজ্জ্বল।
নীল, পীত কি হরিত—যে রঙ্গের সনে
মিশ্রিত আলোক,—বিশ্ব সে রঙ্গে রঞ্জিত ;
যে জ্যোতি প্রখর যত, ভেবে দেখ মনে,
তত পরিমাণে বিশ্ব হয় উদ্দীপিত।
রমণী—পুরুষ প্রাণ—বিধির বিধান।
যথা নারী জ্ঞানবতী, সুখের সে স্থান।"

২৯

"ভারত রমণী এবে মহা বিলাসিনী,
পুরুষ বিলাস প্রিয় তাহার কারণ।

স্বামীর কলঙ্কে নারী না হলে দুখিনী,
কি প্রকারে সে কলঙ্ক হয় নিবারণ ?
পতি নিন্দা সতী আর না পারি সহিতে,
যজ্ঞানলে স্বর্ণ অঙ্গ করিলেন ছাই !
আশুতোষ ভোলানাথ—ভীষণ মুর্ত্তিতে
দক্ষ ভূপতির মুণ্ড ছিঁড়িলেন তাই !
ভারতের এই চিত্র—বিজ্ঞান নয়নে
দেখে না ভারতবাসী,—সহে কি পরাণে ?”

৩০

বলিতে মায়ের নীল নয়ন সাগর—
উঠিল উথলি বেগে বিষাদ ঝঞ্ঝায় ।
পদ্ম হস্তে মুছাইয়া বদন সুন্দর,
করিলেন স্বপ্নদেবী, সান্ত্বনা ভাষায় ।
ওয়াইট দ্বীপ দূরে ফেলিয়া যখন,
শোভিল সেণ্ট ভিসিণ্ট সম্মুখে আসিয়া
অপূর্ব্ব পাহাড় শ্রেণী—প্রাচীর মতন
রহিয়াছে একদিগে সুদূরে ব্যাপিয়া ;
তদুপরি একস্থলে শূন্যে তুলি শির,
দাঁড়ায় আলোক স্তম্ভ—প্রকাণ্ড শরীর ।

৩১

অপূর্ব্ব আলোক শিরে—চন্দ্রের আকার ;
ঊর্দ্ধে তারা সুসজ্জিত—অনন্ত গগণ ;

নিম্নে নৈশ অন্ধকারে আবৃত পাহাড় ;
সম্মুখে সেণ্ট ভিসেণ্ট, পশ্চাদে বৃটন—
অভয় অটল চিত্তে মস্তক তুলিয়া,
করিছে আলোক স্তম্ভ অভ্যর্থনা ভাবে—
“উঠিছে গৌরব যার ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া,
পৃথিবীতে নাহি যার সমকক্ষ পাবে ;
সে রাজ্য দেখিতে যদি করহ মনন,
হে দর্শক ! এই পথে কর আগমন।”

ইতি দ্বিতীয় উল্লাস।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

১

অনন্ত মানব যথা—এক স্রোতে ভাসে,
এক দৃঢ় সূত্রে গাঁথা অনন্ত জীবন ;
অনন্ত বদন চন্দ্রে এক হাসি হাসে ;
এক পথে চলে চির অনন্ত চরণ।
এক আস্বাদনে মুগ্ধ—অনন্ত রসন ;
উন্মত্ত অনন্ত মন—এক রত্ন লাগি ;—
কিম্বা এক শয্যা বক্ষে মুদিতে নয়ন ;
ইচ্ছা হয়, যাই তথা হইয়া বৈরাগী !
অর্থ কোথা ? ভ্রান্ত মন ! চিন্তা কি কারণ ?
কল্পনার রথ ওই,—কর আরোহণ !

২

ব্রীটনের শীত ভয়ে প্রকৃতি সুন্দরী,
দিবসের কার্য্য শীঘ্র করি সমাধান,
সন্ধ্যাকে রাখিয়া দেবী গগণ প্রহরী,
অগ্নিকুণ্ড ল'য়ে ঘরে করিছে প্রস্থান।
পূর্ণেন্দু প্রদীপ জ্বালি গগণ প্রাঙ্গণে,
মহাকাল সঙ্গে সন্ধ্যা খেলিতেছে গিয়া,—

পাছে শীত—ভয়ঙ্কর প্রবেশে গগনে,
সেই ভয়ে কুজ্ঝটিকা বস্ত্র আচ্ছাদিয়া।
জন শূন্য—পথ, ঘাট; রুদ্ধ গৃহ দ্বার।
শীতের প্রভুত্ব দেখি স্তম্ভিত সংসার!

৩

শান্তিময়ী নিদ্রা অঙ্গে নিদ্রিত ব্রীটন;—
বেষ্টিত দুর্ল্লঙ্ঘ্য সিন্ধু—রজত প্রাচীরে;
শীত ভয়ে নাহি ছাড়ে নিশ্বাস পবন;
তরঙ্গের আস্ফালন নাহি সিন্ধু নীরে।
পত্র শূন্য শীর্ণ তরু ঊর্দ্ধে বাহু তুলি,
বসন্তের তরে মগ্ন ঈশ্বরের ধ্যানে!
কণ্ঠে মৃত প্রায় লতা রহিয়াছে ঝুলি।
নিরখিতে মনে পড়ে ভারত সন্তানে!
হুঙ্কারে ত্রিতলে কভু কাঁপায়ে সুদূরে—
ব্রীটনের সিংহ তুল্য তেজস্বী কুকুরে।

৪

সাগর, গোস্পদ, শৈল, উদ্যান, কানন,
ব্রীটনের শ্রেণী বদ্ধ—ত্রিতল চৌতল—
প্রাসাদ আবল—কিবা সুন্দর গঠন!—
ঘোরতর কুয়াসায় ব্যাপৃত সকল।
না দেখায় পূর্ণ শশী; সুনীল গগণ।
তুষার সাগরে ভাসে রজত চন্দ্রিকা!

চতুর্দ্দিগ্ শুভ্রময়—অপূর্ব্ব দর্শন !
অদৃশ্য গ্যাসের স্তম্ভ—গ্যাসালোক শিখা ;
কিবা শোভা তায় !—দুগ্ধ সমুদ্র ভিতর—
যেন সুপ্ত শত শত প্রভাত ভাস্কর !

৫

ব্রীটনের নভোস্পর্শী গীর্জ্জা সেণ্টপল
দাঁড়ায়ে গম্ভীর ভাবে, করিছে দর্শন—
কোন দিগ হ'তে আসে কোন শত্রুদল।
চৌদিগে শোভিছে সিন্ধু রেখার মতন !
হইয়াছে গাঢ়তর সরসীর জল ;
শীত ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিছে সরসী।
—নির্ম্মল ধূসর বর্ণে করে ঝল মল !—
প্রকৃতি রাণীর যেন বিস্তৃত আরসী !
দেখি ব্রীটনের এই পৌর্ণমাসী ভূষা—
মনে পড়ে ভারতের হৈমন্তিক ঊষা।

৬

সব দিন কার্য্য ক্ষেত্রে বিচরণ করি,
পান্থ শালে শত শত শুভ্রকায় নর,
ঢালিয়াছে ক্লান্ত দেহ—জীর্ণ শয্যাপরি ;
নাহি ভার্য্যা, নাহি অর্থ, নাহি বাড়ী ঘর !
জীর্ণ কোট পেণ্টুলেন—ধূলা ধূসরিত ;
উপযুক্ত মদ্য, মাংস, ঘটে না কপালে।

থর থরি শীতে অঙ্গ হ'তেছে কম্পিত ;
তথাপি জড়িত নহে নিরাশার জালে !
ভারত বাসীর মত—দরিদ্র দশায়
কোন জাতি অবসন্ন নহে বসুধায় ।

৭

ভাবিছে না কেহ—কাল কি দিব উদরে,
কে করিবে পরিচর্য্যা অন্তিম শয্যায় ;
কারো চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু নাহি ঝরে ;
সবেই উন্মত্ত—ঘোর উন্নতি আশায় !
কেহ ভাবিতেছে—"কালি মিশি সৈন্যদলে
যাব আফগান যুদ্ধে ; জিনি আফগান,
লুটিব অতুল অর্থ—স্বীয় বাহুবলে ।
দেখাইব বীরপণা—পণ করি প্রাণ !
ক্লাইব কি ছিল ?—হব সেনাপতি কালে ;
চলিবে ইঙ্গিতে কত সৈন্য পালে পালে ।

৮

কেহ ভাবে—"শীঘ্র যাব ভারত সরষে ;
অজ্ঞান দরিদ্র কত মোদের মতন,
যাইতেছে রাজা হ'য়ে সে রাজ্য পরশে !
আনিব—যেরূপে পারি রাশি রাশি ধন !
চন্দ্র মুখ খানি ভাবি দিবানিশি যার,
বিবাহ করিব সেই রমণী রতনে ।

আর্থিক সমস্ত সুখ পূরাইব তার ;
ত্রিতল প্রাসাদে বাস করিব দুজনে।”
এরূপ দুলিছে সবে বাসনার দোলে,—
অজ্ঞাতে পড়িছে ঢিল সুষুপ্তির কোলে।

৯

পূর্ব্ব গৌরবের ভগ্ন স্তূপ পুঞ্জপরি
বসি যারা নাহি করে অশ্রু বিসর্জ্জন ;
সহস্র বর্ষের—গত বীরগান ধরি,
শোকোচ্ছ্বাস—যারা নাহি করে নিবারণ ;
আশান্বিত, কিম্বা শোকে ব্যাকুল করিতে
যাদের হৃদয় বিশ্বে নাহি পূর্ব্বস্মৃতি ;
পৃথিবীতে আপনার বিপুল শক্তিতে
সমুদায় কার্য্যে যারা হইয়াছে কৃতী।
সে সকল বীর সিংহে করি পরাজয়,
বিরাজে ব্রীটনে নিদ্রা অভয় হৃদয়।

১০

চৌতল প্রাসাদ পরি অপূর্ব্ব শয়নে—
শায়িতা ইংলণ্ডেশ্বরী—ভারত জননী ;
মুদিত দয়ার্দ্র নেত্র ;—বসিয়া ব্রিটনে—
যাহে মাতা সমভাবে নিরখে অবনী।
নিদ্রার অঙ্গুলি স্পর্শে অবশ জীবন ;
কিন্তু মনোবৃত্তি জাগরিত সমুদায়।

অপূর্ব্ব মুখশ্রী;—যেন দয়ার দর্পণ !
আলোকিত প্রতি কক্ষ আলোক মালায় ।
অসী হস্তে চারিদিগে ফিরে বীরাঙ্গনা ;—
দীর্ঘ তাম্র কেশ মুক্ত—ধূসর বরণা ।

১১

কল্পনার রথে মাতা করি আরোহণ,
কত রাজ্য, উপরাজ্য দেখিছে নিমিষে !
ভাব ময়ী প্রকৃতির বিলাস ভবন—
সুবর্ণ লঙ্কায় কভু ভ্রমিছে হরিষে !
কুসুম কানন, দারুচিনির উদ্যান,
নারিকেল, আম্রবন নিরখি জননী,
করিছে ঈশ্বরে কত ধন্যবাদ দান ;
ভক্তি রসে গলি অশ্রু পড়িছে অমনি ।
চীনের প্রাচীর কভু পড়িছে নয়নে !
বিস্ময় প্রতিভা ছায়া ভাসিছে বদনে !

১২

আফ্রিকায় সাহারার মরু—ভয়ঙ্কর ;—
ছায়াশূন্য—বারিশূন্য,—সদা ধূধূ করে !
ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া যেন বালুর সাগর !
সে দৃশ্য দেখিছে কভু বিস্মিত অন্তরে।
আমেরিকা বক্ষে কভু করিছে ভ্রমণ !
জননীর বীরপুত্র ব্রীটন পরশে

ভাঙ্গি যাঁর ঘোর নিদ্রা—ফুটিল নয়ন।
যাঁর এবে উচ্চাসন—বীরত্বে, সাহসে;
বিদ্যা, বুদ্ধি, বলেতুল্য—পুরুষ, রমণী!
নিরখিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষিছে জননী।

১৩

কভু বা দরিদ্র রাজ্য ভারত নিবাসে
কল্পনার রথ রাখি, করিছে দর্শন—
ভারতের রবি শশী—বিমল আকাশে।
প্রমোদে করিছে নৃত্য যুগল নয়ন?
কুজ্ঝটিকা সমাবৃত অদৃশ্য গগনে,
চন্দ্র সূর্য্য—স্বর্ণ রৌপ্য চক্রের মতন—
জন্মাবধি—নিরবধি ভাসে যে নয়নে,
ভারতের চন্দ্র সূর্য্য, বিমল গগন—
সে নয়নে অকস্মাৎ হইলে পতিত,
কার চিত্ত ভাবোচ্ছ্বাসে নাহয় মোহিত!

১৪

দরিদ্রতা বিমলীন ভারত আননে—
—আঁধার গগণে উষাজ্যোতির মতন—
দেখি রাজ ভক্তি চিহ্ন!—জননীর মনে
উথলিছে দয়া সিন্ধু!—ঝরিছে নয়ন!
আপনাকে দিয়ে শত ধিক্কার আপনি,
লইছে তুলিয়া কোলে ভারত-নন্দনে’

এরূপ ব্রীটনে থাকি ব্রীটন জননী,
সমস্ত অবনী প্রায় দেখিছে নয়নে!
কিন্তু অন্য অন্য রাজ্য পরশি কেবল,
দেখে মাতা ভারতের বদন-কমল!

১৫

তন্দ্রাপথ দিয়া পশি স্বীয় শক্তিবলে—
স্বপ্নদেবী, জননীর হৃদি রঙ্গালয়,
ধীরে ধীরে পটক্ষেপ করিলা কৌশলে;
সমাপ্ত হইল এক অঙ্ক অভিনয়!
কোথা আমেরিকা? কোথা মরু—আফ্রিকার?
কোথা স্বর্ণপুরি লঙ্কা? চীনের প্রাচীর
কোথা বা সে আর্য্য রাজ্য—দরিদ্র ভাণ্ডার?
কিছুনাই!—চতুর্দ্দিগে বিপুল তিমির!
মুহূর্ত্তে সে পটখানি করি উদ্ঘাটন,
দেখাইলা মায়াবিনী—অপূর্ব্ব দর্শন!—

১৬

পশ্চাতে কাঞ্চন প্রভা থাকি সংগোপনে,
ঊষার বিমল মূর্ত্তি ধরে যে মতন—
নিদ্রাগতা প্রকৃতির সম্মুখ প্রাঙ্গণে;
বঙ্গভাষা সুন্দরীরে রাণীর সদন
ধরিলা সে কুহকিণী! যেন খুলি দিলা
রূপের ভাণ্ডার দ্বার! উঠিল হাসিয়া

আনন্দে চৌদিক ! মাতা সম্মুখে দেখিলা—
অপূর্ব্বা রমণী এক আছে দাঁড়াইয়া !
নীলোৎপল নেত্রদুটী জলে ছল ছল !—
বাসনার ছায়া তায় ভাসিছে কেবল !

১৭

ঝরিল মায়ের নেত্র ! কি যেন জননী
জিজ্ঞাসিতে ওষ্ঠাধর বিভিন্ন করিলা।
রাণীর মনের ভাব বুঝিয়া অমনি
কৃতাঞ্জলি হ'য়ে বামা কহিতে লাগিলা।—
"মাগো ! আমি বঙ্গভাষা ; প্রসবি আমারে—
শয়ন করিলা মাতা মুমূর্ষু শয্যায় !
মা তোমার সুপালনে ভারত সংসারে—
হইয়াছে হৃষ্ট পুষ্ট বর্দ্ধিত এ কায় ।
কত সিন্ধু, শৈল, রাজ্য করিয়া লঙ্ঘন
এসিছি তোমারে মাগো, করিতে দর্শন।"

১৮

"এসিছি তোমারে মাগো, করিতে দর্শন।
কয়েকটী দুখ কথা নিবেদিতে পায়।
একমাত্র রত্ন মোর স্বাধীনতা-ধন—"
বলিতে ঝরিল অশ্রু সহস্র ধারায় !
সুকণ্ঠার মধুকণ্ঠ রোধিল অমনি !
ছাড়িল নিঃশ্বাস দীর্ঘ—বিষাদে পবন !

ঝর ঝর শিশিরাশ্রু ত্যজিয়া রমণী
লাগিল ভাসায়ে দিতে সমস্ত ব্রীটন!
স্তম্ভিত হইল ক্ষোভে গীর্জ্জা সেণ্টপল!
উঠিল কান্দিয়া সিন্ধু করি কল কল!

১৯

কতক্ষণে বস্ত্রাঞ্চলে মুছি চন্দ্রানন,
ভগ্ন কণ্ঠস্বরে বামা কহিলা আবার—
"একমাত্র রত্ন মোর—স্বাধীনতা ধন,
লয়েছে কাড়িয়া, তব লিটন কুমার;
মোর সে জীবন-রত্ন দেহগো জননী!
রাখিওনা ছলে বলে বিপুল ভাণ্ডারে;
রাখ যদি, বল—প্রাণ তেয়াগি এখনি!
কি করিতে যাব আর ভারত সংসারে?
ভারত উন্নতি দেখ—এই মোর করে;
ইহাল'য়ে তবে আমি ডুবিব সাগরে।"

২০

আমি যদি ডুবি, তবে ডুবিবে ভারত!
পালিছ ভারত সত্য; কিন্তু ভারতের—
মনঃপ্রাণ, চক্ষু, কর্ণ—আমিই তাবৎ।
মোর চিত্ত সনে বান্ধা স্বার্থ ইংলণ্ডের।
মোরে ভুলাইলে হবে তব সুখ নাশ;
গৌরবিত রাজনীতি চির কলঙ্কিত।

সাহারার মরু তুল্য ভারত-নিবাস ;
ব্রীটনের অভিমান সূর্য্য অস্তমিত !
যে'য়ে তব ইষ্ট তরে—ভারতে লীটন,
করিছে ইষ্টের মাগো, মূল উৎপাটন !"

২১

"আমি মা, দেখাই—তাই ভারত-সন্তান
তব ওই মুখখানি—দয়ার দর্পণ—
নিরখিয়া, ভক্তি রসে হ'য়ে ভাসমান।
কৃতজ্ঞতা ভরে করে অশ্রু বিসর্জ্জন।
আমি মা শুনাই—তাই অমিয় জড়িত—
আশ্বাস বচন তব করিয়া শ্রবণ—
নাচে তারা—নিরানন্দে, হ'য়ে আনন্দিত !—
ভাবী সুখ মনে মনে করিয়া স্মরণ।
নিশ্চয়—আমার বক্ষে করিলে আঘাত,
ইংলণ্ড ভারত হবে সুদূর তফাত !"

২২

"কিসে মা, মুখরা আমি ? আমি না বলিলে
ভারতের মর্ম্মতলে—নরকাগ্নি প্রায়
যে দুখাগ্নি স্রোত বহে নিরাশ সলিলে—
সদাকাল, কে আর তা জানাবে তোমায় ?
যে'য়ে তব প্রতিনিধি তব ইষ্ট তরে
ভারতের ইষ্টানিষ্ট কি করে সাধন,

সে সংবাদ কে দিবে মা, ও কর্ণ কুহরে ?
ব্রীটনের রাজনীতি—গৌরব বর্দ্ধন—
নিম্ন কর্ম্মচারীগণ করে কি প্রকার—
কেমনে বা প্রতিনিধি জানিবে তোমার ?”

২৩

“যবন দৌরাত্ম্য ঘোরে—ভারত নন্দন
ছিল সশঙ্কিত প্রাণ—কখন কি হয় !
মশাল জ্বালিয়া দস্যু করিত লুণ্ঠন—
গৃহস্থের স্বর্ণ, রৌপ্য,—অর্থ সমুদয়।
নর-বলি নিত্য কার্য্য, ছিল আর্য্য দেশে !
ধরিত যে দেহে বল—সব ছিল তার !
সতীত্বের তরে সতী থাকি বহু ক্লেশে,
বিনাশ করিত স্বীয় সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার !
এখন ভারত—স্বর্গ—নিঃস্বার্থ বৈরাগী
তাই বলি—সেই জন্য মুখরা অভাগী !”

২৪

পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ঘাট পথ সব ;
নিরাতঙ্গে জলপথে ভারত তনয়,
দিবা নিশি চলে ল’য়ে বাণিজ্য বৈভব।
প্রতিগ্রামে বিদ্যালয়, চিকিৎসা আলয় ;
অতি অল্প কাল মধ্যে ভারত নন্দন,
দিগ্দিগন্তর দেখি, লভে অভিজ্ঞতা।

সকলেই আনন্দিত করি দরশন
ব্রীটনের নিরুপমা প্রজা বৎসলতা !
গুরুতর করভার—অসহ্য কেবল !
এই সব বলি—তাই বরষি গরল !”

২৫

কত যে মা, ভারতের দুখের কারণ—
অস্ত্র বিধি !—কি কহিব ভারত ঈশ্বরি !
সকলি ভারত পারে হ’তে বিস্মরণ ;
কিন্তু এ দারুণ ব্যথা চির সহচরী !
ব্রীটনের করে করি জীবন অর্পণ,
যে ভারত চেয়ে আছে ব্রীটনের মুখ ;
তার প্রতি ব্রীটনের সন্দেহ স্থাপন,
কে বুঝিবে—ভারতের তাহে কত দুখ !
অবিলম্বে এই দুখ করি নিবারণ,
মা, তোমার উদারতা করাও দর্শন।

২৬

ভারত সন্তান তরে আপন সন্তান
সহস্র সহস্র ভস্ম করি রণানলে,
যে করিল ভারতের রক্ষা জাতি মান,—
অস্তাচল হ’তে আসি উদয় অচলে !
‘ধরিবে ভারত অস্ত্র বিরুদ্ধে তাঁহার,’
ভারতের মনে হ’লে এ চিন্তা উদয়,

লজ্জায়, ঘৃণায়, খেদে—শোক পারাবার—
কি বেগে উথলি উঠে—উদ্বেলি হৃদয় !
কি প্রকারে বুঝিবে মা !—চিন্তা শক্তি বলে—
না দেখিলে ভারতের ডুবি মর্ম্ম তলে ?"

২৭

"রামচন্দ্রে, পৃথ্বীরাজে হৃদয়-আগারে—
স্মৃতি চিত্রপটে আঁকি যে আর্য্য-ভবন,
আজিও করিছে পূজা আত্ম উপহারে—
কৃতজ্ঞতা অশ্রুজলে ধোয়া'য়ে চরণ !
তা কেন ?—মোগল বংশে জনম ধরিয়া
সে দিন যে আকবর গেল স্বর্গে চলি ;
আজিও তাঁহারে মনে করিয়া স্মরণ
যে ভারত ভক্তি রসে উঠিছে উথলি !
সে ভারত বিষ নেত্রে দেখিবে ব্রীটনে !—
এ কলঙ্ক সহে কি মা, ভারত জীবনে ?"

২৮

"এ কলঙ্ক ভারতের নহে মা, কেবল ?
এ কলঙ্কে ইংলণ্ডও চির কলঙ্কিত !
একতা বিহীন যেই ভারত—দুর্ব্বল !—
ডরায় ইংলণ্ড তারে—হ'য়ে বিশ্বজিৎ !—
উদয় অচল হ'তে—বিশ্রাম অচল—
সুমেরু হ'তে কুমেরু—সঙ্গীত পবন—

ইংলণ্ডের এ দুর্ন্নাম ঘোষিবে কেবল—
যাবত থাকিবে পৃথ্বী সুধাংশু, তপন!
এ সকল নহে যদি সঙ্গত বচন,
দেহ দণ্ড!—নইলে দেহ আমার সে ধন!"

২৯

"নির্দ্দোষী, বিচারালয়ে যদি দণ্ড পায়;
দোষীজন লভে মুক্তি; অথবা বিচার—
স্বজাতির পক্ষপাতী—পাপ—কালিমায়
হয় যদি কলঙ্কিত!—অসহ্য আমার।
তাই কতক্ষণ করি বিষাদে রোদন!
ফেলাই মনের জ্বালা—অশ্রুজল সনে!
স্বেচ্ছাচারিণী, মা আমি তাহার কারণ
কাড়িয়া ল'য়েছে তাই স্বাধীনতা ধনে!
দেখে নাই একবার ভাবিয়া লীটন—
ব্রীটন গৌরব—তায় ভারত জীবন।"

৩০

রমণী মণ্ডলে তুমি মহা জ্ঞানবতী।
চিন্তাশীলা বিশ্বধামে;—অনন্ত গগণে—
তারাকুলে শুক তারা—যথা প্রভাবতী।
কি কব অধিক আমি তোমার সদনে?
অই যে নিদ্রার অঙ্গে শায়িত এখন,
ব্রীটন রতন তব—রীপণ কুমার;

অবিলম্বে কর তাঁরে ভারতে প্রেরণ ;—
চাও যদি ভারতের মঙ্গল অপার।
ইংলণ্ডের রাজনীতি—উদারতা সনে—
ভারত সৌভাগ্য-স্রোত বহে তাঁর মনে।"

৩১

"আমার সে ধন পাব তাঁহার সদনে।"
এত বলি বঙ্গ ভাষা নীরব হইল।
"ভারত সৌভাগ্য স্রোত বহে তাঁর মনে"—
মায়ের হৃদয় যন্ত্রে বাজিয়া উঠিল।
একখানি সুবর্ণের পর্য্যঙ্ক—সুন্দর—
মায়াবিনী, মহারাণী সম্মুখে রাখিলা ;
বক্ষে তার নিদ্রাগত রীপণ প্রবর !
সে অপূর্ব্ব দৃশ্য মাতা দেখিতে লাগিলা।
প্রণমিয়া নত শিরে জননীর পায়
হেনকালে বঙ্গ ভাষা চাহিলা বিদায়।

৩২

সাঙ্গ হ'লো জননীর নিদ্রা অভিনয় ;
নীরবে পড়িল খসি শেষ যবনিকা।
দেখিলা জননী সব অন্ধকার ময় !
মেঘে লুকাইল যেন গগণ বালিকা !
খুলিয়া ব্রীটনেশ্বরী নয়নাবরণ,
দেখিলা জ্বলিছে আলো—কক্ষ উজলিয়া ;

ফিরিতেছে কক্ষে কক্ষে বীর নারীগণ—
বীরত্বের গর্ব্বে বক্ষ উন্নত করিয়া।
বাহিরে প্রভাত খেলে,—মগ্ন কুয়াশায় ;—
গগণ ভাস্কর কিছু নাহি দেখা যায়।

ইতি ভারতে উষা কাব্যে তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

১

অতি বিভীষিকাময়ী এ রজনী,
অকালে গিয়াছে অস্ত নিশামণি ;
হ'য়েছে ভারত চন্দ্রিকা হারা !
নবীন নীরদে গ্রাসি তারা দল,
করিয়াছে—আহা ভারত মণ্ডল—
আলোক বিহীন—কৃতান্তকারা !

২

দরিদ্র কুটীর, রাজেন্দ্র ভবন,
সাগর, গোষ্পদ, পর্ব্বত কানন—
সমুদায় এক আঁধারে লীন !
ধনী, দীন, অন্ধ, খঞ্জ, রাজা, রায়
সকলেই আজি একই নিদ্রায়—
নীরব নিস্পন্দ চৈতন্য হীন !

৩

প্রকৃতির নিদ্রা ভঙ্গ হবে বলি,
নীরবে নীরবে যায় নদী চলি !
একটী ঝিল্লীও করে না রব !

ধীরে ধীরে শ্বাস ফেলে সমীরণ,
নাহি করে শাখী—শাখা সঞ্চালন,
নাহি ডাকে পাখী,—স্তম্ভিত সব !

৪

অতি বিভীষিকাময়ী এ রজনী,
আপনারে চক্ষে দেখি না আপনি !
জানিনা কে কোথা কি ভাবে আছে !
কেহ কোন জনে ডেকে জিজ্ঞাসে না !
ভয়ে কোন কথা বলিতে পারে না !
ভাবে—কি বলিতে—কি ঘটে পাছে !

৫

এ হেন নিশিতে—কহ বীণাপাণি !
কি আনন্দে আজি বঙ্গ রাজধানী—
ত্যজিয়া নিদ্রার কোমল অঙ্গ,
দিগন্ত কম্পিত করি সমস্বরে—
অনন্ত জিহ্বায়—জয় ধ্বনি করে—
প্রকৃতির নিদ্রা করিয়া ভঙ্গ !

৬

গ্যাসের আলোকে—বিদ্যুত আলোকে—
হাসে রাজধানী—বিপুল পুলকে !—
কাহারে দেখা'তে এরূপরাজি ?

দেখিতে বা চন্দ্র-বদন কাহার
দূরিত ক'রেছে সব অন্ধকার ?
　　কোন দেবলোক আসিবে আজি ?

৭

নাচা'য়ে উৎসাহে বীরের অন্তর—
সেনানী নিবাস—দুর্গের ভিতর
　　গভীরে ব্রীটিশ বাজনা বাজে ;
কোন্ রাজ্যে পুনঃ অভয় ব্রীটন
নব অধিকার করিয়া স্থাপন,
　　অর্পিল সংবাদ ভারত মাঝে ?

৮

আকাশ পাতাল করি কম্পমান
গর্জ্জিছে অযুত অযুত কামান !
　　উঠিছে তুফান জাহ্নবী জলে !
জ্ঞান হয়　মাতা পতিত পাবনী
করিছে উৎসাহে—জয় শঙ্খ ধ্বনি !—
　　কামানের প্রতি ধ্বনির ছলে !

৯

কুলবধূগণ জল ভরি যেন—
যাইতে, সহসা দাঁড়াইল কেন—
　　পূর্ণ কুম্ভ রাখি সম্মুখ পরে ?

বিষুব সংক্রান্তি ভারতে কি আজি ?
তাই বধুগণ ল'য়ে কুম্ভ রাজী—
গৃহীতাগণের অপেক্ষা করে ?

১০

বাল, বৃদ্ধ, যুব, ধনী কি নির্দ্ধন,
সকলেই হ'য়ে আনন্দে মগন,
পূর্ণ করিবারে কি মনোরথে ?—
জাহ্নবীর তীরে দ্রুত চলি যায়—
শকটে, তুরঙ্গে, পদে, শিবিকায়—
ঘোর কোলাহলে—অনন্ত পথে !

১১

উচ্চ সিংহ দ্বার—পল্লব রচিত ;—
শোভে গঙ্গাতীরে—কুসুম সজ্জিত ;
মস্তক হইতে আলোক রেখা—
ঝলসে চুদিগে—বাজীর মতন !
"ভারতের জয়"—অপূর্ব্ব দর্শন—
ললাটে বিদ্যুত অক্ষরে লেখা !

১২

এই পল্লবের তোরণ হইতে—
রাজপ্রাসাদের তোরণে যাইতে
রাজপথ শুভ্র বসনে ঢাকা ;

দুই পাশ দিয়া ঝিকি মিকি করে—
আলোকের মালা—থরে থরে থরে—
নীল, রক্ত, পীত কিরণ মাখা!

১৩

পশ্চাতে তাহার যম দূতাকারে
দাঁড়ায়ে সেনানী—কাতারে কাতারে—
শাণিত উলঙ্গ কৃপাণ ধারি;
স্কন্ধে আগ্নেয়াস্ত্র--সাক্ষাৎ শমন!
পরা ব্রীটিশের রণ আভরণ;
মুখে ধ্বনি—“জয় ভারতেশ্বরী”।

১৪

ভারত সন্তান কোন্ দৈববাণী
শুনি অকস্মাৎ—কহ বীণাপাণি!
চাহে গঙ্গা বক্ষে অনন্ত চক্ষে?
পতিত পাবনী—সেই শ্বেতভুজা
স্বহস্তে কি আজি লইবেন পূজা
উঠিয়া পতিত ভারত বক্ষে?

১৫

ব্রীটিশ তরণী হৃদয়ে করিয়া,
এহেন সময়ে নাচিয়া নাচিয়া,
ঝম্ ঝম্ ঝম্—বাজা'য়ে ডঙ্কা,

কল কল কল—ভাব পূর্ণ গানে—
দিগন্ত পূরিয়া—ক্রমে সন্নিধানে
আসিছে পতিত পাবনী গঙ্গা !

১৬

তরণী তোরণে—জ্বলদ অক্ষরে
"ভারতের জয়"—ঝল মল করে—
ধনু সম বক্র আকারে লেখা।
দেখিতে দেখিতে নিমিষে অমনি
ঝম্ ঝম্ করি ব্রীটিশ তরণী
দিল রাজধানী সম্মুখে দেখা।

১৭

তরণী ছাড়িয়া মহাত্মা রীপণ
জাহ্নবীর তটে দিলা দরশন,
বেষ্টিত ব্রীটিশ সেনানীদলে ;
অনন্ত নয়নে চে'য়ে রাজধানী
দেখিতে লাগিলা শ্বেত মুখখানি ;
পূর্ণচন্দ্র যেন বসুধাতলে !

১৮

দয়া সুধাময়ী—জ্যোৎস্না ছড়াইয়া
পড়িছে চৌদিগে উজ্জ্বল করিয়া
ভারতের চির মলিন মুখ ;

ভারত সন্তান সে দৃশ্য দেখিয়া,
নবীন উৎসাহে উঠিল মাতিয়া !
হৃদয়ে নাচিল—অনন্ত সুখ !

১৯

অমনি জোয়ারে করি থই থই
অনন্ত হৃদয়—পথ দিয়া ওই,
কল কল নাদে সঙ্গীত গে'য়ে,
ভারতের কৃতজ্ঞতা-তরঙ্গিণী—
বিদ্যুত গমনে—বিদ্যুত গামিনী
রিপণ-সমুদ্রে চলিল ধে'য়ে !

২০

যুগ যুগান্তর গত হ'য়ে যায়—
নীরব নিস্তব্ধ !—মুমূর্ষ শয্যায়
ভারতের বৃদ্ধা অভাগী আশা ;
পক্ক হ'য়ে গিছে উঠি ভুরু কেশ ;
অবশ শরীর ; নাহি শক্তি লেশ ;
ভগ্ন—ওষ্ঠ গণ্ড অধর নাশা !

২১

নাহি রক্ত মাংস ! অস্থি চর্ম্ম সার !
যুড়িয়া র'য়েছে সমস্ত সংসার !
উত্তর পর্ব্বত ঠেকিছে শিরে !

দক্ষিণ সমুদ্রে চরণ যুগল !
অপত্য অভাবে করে অন্তর্জল—
বসিয়া প্রকৃতি সমুদ্র তীরে।

২২

বহে মুখ শ্বাস ! গলে অশ্রু বারি।
মায়া মোহ সব যাইতেছে ছাড়ি !
ঘুরিছে কোটরে নিস্তেজ আঁখি !
জীবনেই বৃদ্ধা নরকে পড়িয়া,
যমের যাতনা গেলরে সহিয়া !
বৈতরণী পার কেবল বাকী !

২৩

এ কিরে আশ্চর্য্য ! সহসা বৃদ্ধার
হইল কিঞ্চিৎ শক্তির সঞ্চার !
সতেজ—নিস্তেজ বিবর্ণ আঁখি !
এক দৃষ্টে বৃদ্ধা আকুল পরাণে
চাহিয়া রহিল রীপণের পানে,
কর-উপাধানে মস্তক রাখি !

২৪

বলিতে লাগিল বৃদ্ধা, কতক্ষণ পরে
বিস্ময় স্তম্ভিত চিত্তে—ভগ্ন কণ্ঠ স্বরে—
"কোন্ দেবলোক তুমি ?—স্বর্গের পবিত্র ভূমি
ছাড়িয়া, কি মহাপাপে—কোন শাপ ফলে
ইংলণ্ডের মুখোজ্জ্বল করিলে ভূতলে ?"

২৫

"তুমি কি ভারত ভাগ্য অস্তমিত শশী ?
এত যুগ যুগান্তর স্বর্গপুরে বসি—
অনাহারে অনিদ্রায়, রত থাকি তপস্যায়
ভারতের কর্ম্মসূত্র ধৃত যাঁর করে
জনমিলে সে ব্রীটনে দেবতার বরে ?"

২৬

"তোমার পবিত্র দেহ পরশে আমার
হ'তেছে দুর্ব্বল দেহে বলের সঞ্চার !
সুপ্তভাব থে'কে থে'কে—উঠিতেছে মনে জে'গে—

২৭

"তুমিই হইবে—এই ভারতবাসীর
এক মাত্র চির উপাসনার মন্দির !
ইংলণ্ডের নিঃস্বার্থতা,—রাজনীতি, উদারতা
তুমিই ভারতে স্থাপি, করিবে রোপণ !
ব্রীটনীয়া রাজত্বের গৌরব বর্দ্ধন !"

২৮

যেই প্রজা বৎসলতা সুরশৈবলিনী
ইংলণ্ড ঈশ্বরী হৃদে হ'য়ে সঞ্চারিণী,
পার্লিমেণ্ট সভাদিয়া—পড়িতেছে প্রবাহিয়া ;—
সমস্ত ইংলণ্ড—যার সুপবিত্র জলে
লভিয়াছে অমরতা—এ মর মণ্ডলে !"

২৯

সমস্ত ইংলণ্ড—যার সুপবিত্র জলে
লভিয়াছে অমরতা—এমর মণ্ডলে !”
“সেই জাহ্নবীরে করি মস্তকে ধারণ
পারেনি ভারতে কেহ আসিতে কখন !
আনিছে ভারতে বিধি,—যত রাজ প্রতিনিধি
আশুতোষ—ভোলানাথ কেহ নহে তার !
কেমনে ধরিবে শিরে জাহ্নবীর ভার !”

৩০

দিব্য চক্ষে দেখিতেছি সেই গঙ্গা ল’য়ে
আসিছ ভারতে তুমি মৃত্যুঞ্জয় হ’য়ে !
ভারত প্লাবিত করি—নিশ্চয় সে সুরেশ্বরী
মিশিবে অনন্ত মুখে—প্রজা সিন্ধু নীরে !
নিপতিত আর্য্যবংশ উদ্ধারি অচিরে !”

৩১

“সে দেবীর মহিমায় আমিও আবার
পাইব পূর্ব্বের নব যৌবন আমার
সুনীল কুন্তল দল—পূর্ব্বাচল অস্তাচল
যুড়িয়া পড়িবে পুনঃ মেঘের আকার !
স্থির সৌদামিনী—কোলে বিরাজিব তার !

৩২

“প্রকৃতির চিত্রপট—অনন্ত গগণ
শোভিবে মস্তকোপরি ছত্রের মতন !

শুনি মম সুসঙ্গীত—ভাবোচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত
হবে বিশ্ব!—বিকম্পিত—বীরত্ব দর্শনে!—
হাসিবে অপূর্ব্ব হাসি—রূপের কিরণে!”

৩৩

“কি বলিব ধৈর্য্য চ্যুত হ'তেছে পরাণ!
উঠিতেছে মনার্ণবে স্মৃতির তুফান!
এই বৃদ্ধা—অবলার প্রতি যত অত্যাচার
হইয়াছে, বক্ষঃস্থলে কর দৃষ্টিপাত,
দেখ—কত পদাঘাত!—কত অস্ত্রাঘাত!”

৩৪

“ভারত মঙ্গল তরে আসি কত জন
করিয়াছে এইরূপ রাক্ষসাচরণ!
সমস্ত ভারত-ভূমি দেখ অন্বেষিয়া তুমি
এই কীর্ত্তি বিনে আর সে মহাত্মাগণ
পারে নাই কোন কীর্ত্তি করিতে স্থাপন!”

৩৫

“কতকাল এ শয্যায় করিয়া শয়ন
সহিতেছি এইরূপ দারুণ পীড়ন!
বলিবার শক্তি নাই! মরমে মরিয়া যাই!
কতকাল এই ভাবে রহিব যে আর—
স্মরিতেও ঘোরে নেত্র—দেখি অন্ধকার!”

৩৬

“পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ! বাহিরয় প্রাণ!
অচিরে অঞ্জলি পূরি কর জল দান!

সেই মহাপুণ্যফলে—পাবে তুমি মর্ত্ততলে—
অমরতা—স্বর্গ সুধা, জানিও নিশ্চয় !—
যে সুধা ভারতে আসি কেহ লভে নয় !”

৩৭

“যাও তবে হে রীপণ ! বিশ্রাম ভবনে,
বস গিয়া ভারতের রাজ সিংহাসনে।
স্বর্গে বসি দেবগণ পুষ্প-বৃষ্টি বরিষণ—
করুক তোমার শিরে—জয় জয় রবে !
ভারত নিমগ্ন করি—স্বর্গীয় সৌরভে।”

৩৮

“কাঁপা’য়ে কোমল কণ্ঠ—সুরবালা দলে
করুক আনন্দধ্বনি—হুলু হুলু রবে !
বাজাউক জয় ভেড়ী—সমস্ত সংসার বেড়ি
গভীর ঘর্ঘর নাদে—আনন্দে জীমূত !
দেখুক সে চন্দ্রমুখ ঝলসি বিদ্যুৎ !”

৩৯

“যেই সিন্ধু বক্ষে করি চরণ ধারণ,
আনিছে ভারত ধামে তোমায় রীপণ !
পরিয়া তরঙ্গ হার—নাচিয়া সে পারাবার
আনন্দে ব্রীটন সঙ্গে করি আলিঙ্গন,
এ শুভ সংবাদ তারে করুক অর্পণ।”

ইতি ভারতে ঊষা কাব্যে চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

১

বঙ্গ রাজধানী বক্ষে দূরব্যাপি স্থল ;—
বেষ্টিত—গগণস্পার্শী পাদপ মালায় ;—
শ্রেণীবদ্ধ দূতবৃন্দ—অভয় অটল !
শক্র পথ রোধি যেন সগর্ব্বে দাঁড়ায় !
দীর্ঘবাহু করিতেছে শক্রকে বারণ ;
বিশাল ইষ্টক মঞ্চ—বীরের আসন।

২

উঠিছে আকাশ ঊর্দ্ধে—দিগন্ত বেড়িয়া ;
নিম্নে সমভূমি পৃষ্ঠে শোভে দুর্ব্বাদল—
নিশির শিশির জল মস্তকে ধরিয়া।
গ্যাসালোক পড়ি তায় করে ঝলমল !
মুক্তামালা সুসজ্জিত শ্যামল বসন
গাত্রে দিয়ে ধরা যেন করিছে শয়ন !

৩

নিদ্রাগতা প্রকৃতির নিদ্রাভঙ্গ করি,
কাঁপাইয়া ঘন ঘন অনন্ত গগণ—
চারিদিগে সিংহনাদ ছাড়িছে প্রহরী।
দূরে গঙ্গা কলকলে করিছে গর্জ্জন ;

জনশূন্য রাজপথ; রুদ্ধ গৃহদ্বার।
স্তিমিত গ্যাসের শিখা; স্তম্ভিত সংসার।

৪

মধ্যে রাজ অট্টালিকা—সমুন্নত শির;
মস্তকে নীরদাবৃত—নভোচন্দ্রাতপ।
সিংহদ্বার চূড়ে—নাশি শূন্যের তিমির—
সূর্য্যকান্ত মণিমালা জ্বলে ধপ্ ধপ্!
বিকট কপাট মুক্ত;—যেন যমদ্বার!
দুইপাশে যমদূত—করে তরবার।

৫

সম্মুখে সুদীর্ঘ দীঘি—অপূর্ব্ব দর্পণ!
দেখিতেছে অট্টালিকা চে'য়ে নীলনীরে—
সীমন্তের মধ্যমণি—দেখায় কেমন!
অভিমানে তুচ্ছ যেন করিছে পৃথ্বীরে!
না করিবে কেন? গর্ব্বে যে জাতির বাস!—
সে জাতির সিংহনাদে পৃথ্বী পায় ত্রাস!

৬

অট্টালিকা প্রবেশিতে কাঁপে পদতল।
দিক্ হতে দিগন্তর—ধূ ধূ দেখা যায়!
ব্রীটনের বহুমূল্য সামগ্রী সকল
রহিয়াছে সুসজ্জিত যথায় তথায়।

আলোকমালার বিভা—সমুজ্জ্বল কিবা!
রাজেন্দ্র প্রাসাদে যেন চিরবন্দী দিবা।

৭

কত পুষ্প তরু লতা ল'য়ে বক্ষঃদেশে—
নানাবর্ণে নানাকৃতি—প্রশস্ত আধার—
চারিদিগে সারি সারি শোভে শ্রেণীবেশে।
ত্রিদশ আলয়ে যেন নন্দন কান্তার।
সে সকল তরুলতা চুম্বি সমীরণ
কি শুভ সংবাদ যেন করিছে অর্পণ।

৮

রতন মণ্ডিত স্বচ্ছ ফটিকের মাঝে—
প্রাসাদ প্রাচীরে শোভে প্রতিমূর্ত্তি কত ;—
না করি কিঞ্চিৎ ভয় যারা যমরাজে
স্বদেশ উন্নতি তরে হইয়াছে হত।
গিছে তারা স্বর্গরথে অমর নগরে—
এই অমরতা কীর্ত্তি রাখিয়া এ ঘরে।

৯

বহুমূল্য প্রস্তরের সুরম্য আসন—
চতুষ্কোণ, ষষ্ঠকোণ, গোল, চক্রাকৃতি,
যথা তথা শত শত—আশ্চর্য্য দর্শন!—
চতুষ্পদে, ষষ্ঠপদে, করে অবস্থিতি ;

একপদে দেহভার বহে কোন খান ;—
অনন্তের শিরে যেন ব্রহ্মাণ্ড শয়ান।

১০

কত গ্রন্থাবলী—কত আসন উপর ;—
শত শত মহাকাব্য—কবিতা গ্রথিত ;—
মর্ত্তধামে স্বর্গসুধা যাহার ভিতর ;—
যার আস্বাদনে বিশ্ব চির আনন্দিত।
কত রাজনীতি সূত্র ;—যে সূত্রে এখন
বিশ্বরাজ্যে ব্রীটনের উচ্চ সিংহাসন।

১১

কত শত ইতিহাস—ভূতবার্ত্তাবহ ;
মুক্তকণ্ঠে বীর, ভীরু, সাধু, অসাধুর
সুকীর্ত্তি, কুকীর্ত্তি-গীতি গেয়ে অহরহ
করিতেছে স্বর্গতুল্য এ অবনীপুর।
যাহা না থাকিলে, চির আঁধার নরকে
থাকিত ধার্ম্মিক লয়ে মহাপাপিষ্ঠকে।

১২

ভারতের সংবাদ পত্রিকা অভাগিনী—
হীনাঙ্গী কুরূপা! মনে নিদারুণ দুখ!
লয়ে ভারতের চির বিষাদ কাহিনী
লজ্জায় রয়েছে করি অবনত মুখ।

লীটনের পদাঘাতে হীনাঙ্গ বিকল!
রীপণের উদারতা ভরসা কেবল।

১৩

কত রত্নাসন পরি খল খল হাসে
কত রত্ন সুসজ্জিত—প্রকাণ্ড দর্পণ;
মানবের ছায়া লয়ে হৃদয় নিবাসে
মানবে আপন মূর্ত্তি করায় দর্শন।
দেখেও দেখেনা তবু অন্ধ নরদল!
বোধ হয় তাই এই হাসি খল খল!

১৪

বিজ্ঞান সম্ভূত রত্ন—কতবা ঘটিকা
টুক্ টাক্ টুক্ টাক্ টুংটাং করি
কহিতেছে—"আসিতেছে অন্তিম ঝটিকা,
জাগরে মোহান্ধ জীব মোহ পরিহরি—
দিন যায়! আছিলে যে বিশ্বে একদিন
সে চিহ্ন রাখিতে কেন হও উদাসীন?"

১৫

মধ্যস্থলে—ভারতের রাজ সিংহাসনে
উপবিষ্ট মতিমান্ উদার রীপণ;
হৃদয়ের দয়া-আভা বিরাজে বদনে—
চন্দ্রের অমৃত জ্যোতিঃ অনন্তে যেমন।

শ্বেত বস্ত্রাবৃত তনু ; বদন মণ্ডল—
দুগ্ধ সরোবরে যেন শ্বেত শতদল।

১৬

প্রশস্ত ললাট দেশ—সাম্যের প্রাঙ্গণ—
বীরত্বে উজ্জ্বল !—চিহ্ন নাহি ভীরুতার ;
অটলতা-ধ্বজা তার পরশে গগণ !
সুগম্ভীর সৌম্য মূর্ত্তি—জ্ঞানের আধার।
মুদিত নয়ন যুগ্ম ; নিস্পন্দ—নীরব ;
ভারতের বক্ষে মূর্ত্ত—ব্রৗটিশ গৌরব।

১৭

ইংরাজ রাজত্ব-ভার ন্যস্ত শির পরে ;
হিমাদ্রির শিরে যেন অনন্ত গগণ।
ব্রৗটন গৌরব-সূত্র ধৃত এক করে ;
অন্য করে ভারতের জীবন বন্ধন।
প্রজাবৎসলতা-নদী হৃদয়ে খেলায় ;
মগ্ন ভারতের ভাবি উন্নতি চিন্তায়।

১৮

স্বর্গীয় সৌরভ লয়ে বসন্ত পবন
সহসা করিল মগ্ন রাজ অট্টালিকা ;
—হইল অদূরে মৃদু মধুর শিঞ্জন !—
ফুটিল আনন্দভরে কুসুম কলিকা ;

গুঞ্জরিল পুঞ্জে পুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী ;
বাজিল ঘটিকা যন্ত্র ঢং ঢং করি।

১৯

অপূর্ব্ব আলোক আভা চৌদিকে ভাসিল !
ছড়াইল পুরী যেন নীরবে সুহাসি !
তারাপথে তারাদল জাগিয়া উঠিল—
দিগন্তে সরায়ে রাখি কাল মেঘরাশি।
সুহাসিল দিগাঙ্গনা—ঘুমন্ত নয়নে—
উজলি গগণ প্রান্ত কণক বরণে।

২০

দেখিলা মুদিত নেত্রে ব্রীটন নন্দন
সম্মুখে দাঁড়ায়ে এক অপূর্ব্বা যুবতী !—
কৃতজ্ঞতা ভরে—জ্ঞানগর্ব্বিত বদন—
অবনত ;—সরলতা যেন মূর্ত্তিমতী !
লজ্জায় বদন খানি অতীব সুন্দর ;
সমুন্নত বক্ষঃস্থল ; নির্ভয় অন্তর।

২১

মথিতেছে হৃদি সিন্ধু সুধা আশে জ্ঞান ;
উঠিছে নিরাশা-বিষ !—বদনে ভাসিছে !
পবিত্র নয়ন দুটী তাহে ম্রিয়মাণ !
বিবেক সুহাসি তবু অধর রঞ্জিছে !

স্ফুর্ত্তিহীনা মূর্ত্তি !—শশী দিবার গগণে।
তথাপি বিমুগ্ধ বিশ্ব রূপ দরশনে !

২২

বিধাতার কি মহিমা ! যে চিত্ত বামার
হ'তেছিল বারিশূন্য প্রবল ভাটায় ;
বিদ্যুতের বেগে তায় ফিরিল জোয়ার—
নিরখি সৌভাগ্য-শশী ভবিতব্যতায় !
ভাসিল ফুল্লতা মৃদু বদন মণ্ডলে ;—
উষার বিমল আভা মুদিত কমলে !

২৩

সসম্ভ্রমে রাজপদে শির নোয়াইয়া
কহিলা কাতরে বামা—“আমি অভাগিনী-
হায়রে ! আবেশে চিত্ত উদাস করিয়া
নাচিল বীণায় যেন বসন্ত রাগিণী !—
“আমি অভাগিনী”—শিরে করিয়া ধারণ
চলিল অনন্ত পথে অমনি পবন।

২৪

অচলা হইলা গঙ্গা ছাড়ি কল কল !
নিস্পন্দ নীরব বিশ্ব ! স্তম্ভিত যামিনী !
নীরবে রহিল নীড়ে জাগি পাখীদল !—
শুনিতে সে অভাগীর বিষাদ কাহিনী !

প্রভাতী তারার জ্যোতিঃ ভাসিল গগণে ;—
দাঁড়াইল দেবদল অমরা তোরণে !

২৫

পূর্ব্বের গবাক্ষ দ্বার ঈষৎ খুলিয়া,
বিস্তারিয়া সুবিমল অমৃত কিরণ,
রাজ প্রাসাদের মুক্ত বাতায়ণ দিয়া
চুম্বিল বামার পদ রজনী রঞ্জন !
রজনীর ম্লান মুখ হইল উজ্জ্বল ;
ঝরিল আনন্দ অশ্রু—শিশিরের জল !

২৬

ভারতে কি শ্বেতদ্বীপে--কে আমি--কোথায় ! !
নাহি রীপণের জ্ঞান ! দেখেনা নয়নে
অনন্ত সাগর লীলা পর্ব্বত মালায়—
প্রগাঢ় তুষারাবৃত ! ব্রীটন গগণে—
চক্রাকৃতি তপনের পরিধি মণ্ডল !
দেখে না ভারতগলে কি লৌহ শৃঙ্খল !

২৭

ব্রীটনের জয় ধ্বনি—এক তান স্বরে—
অথবা এ ভারতের বিষাদ রোদন—
এক বারো নাহি পশে করণ কুহরে !
পবিত্র হৃদয় পটে কেবল রীপণ—

দেখে চক্ষে সেই মূর্ত্তি—ভুবন মোহিনী!
শুনে—হৃদি-যন্ত্রে বাজে—"আমি অভাগিনী"

২৮

"আমি অভাগিনী বামা ভারত নন্দিনী,
জীবন বন্ধন মম ইংলণ্ডের করে।—
ধরাতলে হাসে সেই মধুর হাসিনী—
কৌমুদী,—জীবন তার যথা শশধরে।
নাম ধরি রাজভক্তি; বাসনা কেবল
ইংলণ্ডের অনুগ্রহে ভারত মঙ্গল।

২৯

ভারত সন্তানগণ হৃদে করি বাস;
অনন্ত রসনাসনে বাগ্দেবী যেমন।
ইংলণ্ডের স্নেহ দৃষ্টি, অটল বিশ্বাস—
আশায় উন্মাদ চিত্ত—উন্মাদ জীবন!
কিন্তু কপালের দোষে পরিবর্ত্তে তার—
বিষ দৃষ্টি—অবিশ্বাস লভি অনিবার!

৩০

কি বলিব! ফাটে বুক দারুণ বিষাদে!
কি বলিব! কেমনে বা বলিব রীপণ!
এই ভাবে এই স্থলে এ রাজ প্রাসাদে
কত অবিরল অশ্রু করি বিসর্জ্জন—

বিধৌত করিছি কত শ্বেত পদতল ;
তিরস্কার পদাঘাত লভিছি কেবল !

৩১

আসিয়াছি আজি তব পদ প্রক্ষালিতে ;
কিন্তু অই দেব মূর্ত্তি করি দরশন,
বিস্ময়ে ভুলেছে নেত্র অশ্রু বিসর্জ্জিতে !
আনন্দ-সাগরে চিত্ত হতেছে মগন !
বাজিতেছে স্মৃতি-বীণা সুমধুর রবে—
"অচিরে ভারত ভাগ্য পরিবর্ত্ত হবে।"

৩২

পাইব—মনের দুখ বলিবার তরে
কোন জনে, হেন আশা করিনি কখন।
কিন্তু অনাথের নাথ এত দিন পরে
দিলেন তোমায় আজি আশাতীত জন !
উঠিতেছে আস্ফালিয়া—কল কল কলে—
যে বারি স্তম্ভিত ছিল হৃদি গুহাতলে।

৩৩

শুন ধীর ! কত শত শ্বেত কায় নর
কপটী বলিয়া করে উপেক্ষা আমায়।
কপটতা থাকে যদি চিত্তের ভিতর,
মুখে তার প্রতিবিম্ব অবশ্য খেলায়।

তন্ন তন্ন করি তুমি দেখ হে ব্রীপণ!
সে কালী কি এই মুখে কর দরশন?

৩৪

অমানুষী দুষ্প্রবৃত্তি—স্বেচ্ছাচারিতায়—
দুর্ব্বৃত্ত যবনদের রাজত্ব সময়ে
আছিলাম মৃত প্রায় মুমূর্ষু শয্যায়—
বিসর্জ্জিয়া জীবনের আশা সমুদয়ে।
ভেবেছিনু শেষ শয্যা—সে শয্যা আমার!
দেখিব না চক্ষু মেলি চন্দ্র সূর্য্য আর!

৩৫

বস্তুতঃ জন্মিত আজি ওহে গুণ ধাম!
সমাধি উপরে মম নিবিড় কানন!
যাইত অনন্তে মিশি রাজ ভক্তি নাম,
ভারতে না হতো যদি উদিত ব্রীটন।
কপট নয়নে চাহি সে ব্রীটন পানে!—
এ কলঙ্ক—এ গঞ্জনা সহে কি পরাণে?

৩৬

হেষ্টীংসের নিষ্ঠুরতা—অনল বর্ষণ,
ডেলহৌসী, অকলাণ্ড—হিংসা-বজ্রাঘাত;
কিছু রাখি নাই মনে করিয়া স্মরণ!
করিয়াছি তাঁহাদের (ও) কোটী প্রণিপাত!—

করিয়াছি সসম্ভ্রমে সাদরে যেমন—
ক্যানিং কর্ণওয়ালিসে—ব্রীটন রতন।

৩৭

তা'কেন, সেদিন গেল চলি যে লীটন
বঙ্গভাষা অভাগীর স্বাধীনতা লয়ে।
তাও আজি ভুলিয়াছি! তাহারো চরণ
পূজিয়াছি ভক্তিভাবে অবনত হয়ে!
জানি না, কপটী তবু কিসের কারণ!
জানি না, করেছি কবে কপটাচরণ!

৩৮

কাজ নাই বৃথা আর পূর্ব্ব কথা স্মরি।
ভারত অদৃষ্টাকাশে উদিত তপন!
সেই বিভীষিকাময়ী আঁধার শর্ব্বরী
স্মৃতি নেত্রে কেন আর করি দরশন!
কি চিন্তা করিছ আর? উঠ মতিমান্!
ওই দেখ, জ্বলিতেছে ভারত শ্মশান!

৩৯

বিলম্ব করো না আর, গেল সমুদয়!
এ ঘোর কালাগ্নি কর অচিরে নির্ব্বাণ!
হায়! ভস্ম-অবসান যেন নাহি হয়—
ব্রীটনের স্বার্থ সনে ভারতের প্রাণ।

ঢাল ঢাল বারি রাশি—ঢাল ও চিতায়—
দয়ার্ণব হতে তব সহস্র ধারায়।

৪০

ইংলণ্ডের মহিমায়, যদিও আমার
রূপে আজি সমুজ্জ্বল নিখিল নিবাস।
কি বলিব? নাহি তবু পূর্ব্বের আকার—
যৌবন কুসুম শোভা—রূপের বিকাশ।
থাকিবে কেমন করি? অই চিতানলে—
হৃদয় পরাণ মোর অহর্নিশি জ্বলে!

৪১

ভারতে রামের রাজ্য আছিল যখন,
এ মূর্ত্তি তখন যদি দেখিতে নয়নে;
আজি দেখে পারিতে না চিনিতে কখন;
সে মূর্ত্তির ছায়া মাত্র জ্ঞান হতো মনে!
ধ্বনিতেছে আশা-নদী হৃদয়ে আমার
অচিরে পূর্ব্বের কান্তি লভিব আবার।

৪২

হে দ্বীপণ করিও না বঞ্চিত আশায়;
শীঘ্র ওজ্বলন্ত চিতা করিয়া নির্ব্বাণ,
ভারতের সহ কর উদ্ধার আমায়।
ভারতের প্রাণ গত অভাগীর প্রাণ।

"আমি অভাগিণী বামা" অধিক তোমায়
কি বলিব—বিজ্ঞ তুমি, এখন বিদায়।"

৪৩

অদৃশ্য হইলা রমণী রতন ;
অকস্মাত যেন প্রদীপ নির্ব্বাণ।
মুদিত নয়নে দেখিলা রীপণ
জ্বলে অন্ধকারে ভারত শ্মশান !
নিবিড় নীরদ ঊর্দ্ধে ভয়ঙ্কর—
পড়িয়াছে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া !
কিম্বা নামিতেছে নিম্নে জলধর
সে জ্বলন্ত চিতা দিতে নিভাইয়া !
দেখিয়া অগ্নির দৌরাত্ম্য ভীষণ
বিস্ময়ে ভুলি'ছে বারি বরিষণ !

৪৪

অথবা বরুণ বসি পৃষ্ঠাসনে
কহিছে—'করোনা সলিল বর্ষণ,
নিভিবে ও চিতা যে স্নিগ্ধ জীবনে
লাট রীপণের হৃদে সে জীবন !"
নিস্তব্ধ নীরদ—হয়ে ভয়াকুল,
বরুণের বাণী করিছে শ্রবণ।
নিম্নে ভাগীরথী কাঁদে কুলকুল
ভারতের দশা করি দরশন।

শুনিয়া গঙ্গার অস্ফুট রোদন
দূরে ডাকে সিন্ধু করি আস্ফালন !

৪৫

জ্বলে চিতা যেন ব্রহ্মাণ্ড যুড়িয়া !
শৃগালের রোলে কাঁপিছে গগণ !
শব দেহে শব প্রহার করিয়া,
বিকট হাসিছে ভূত প্রেতগণ !
আর্য্যের গৌরব, আর্য্যের সম্মান,
আর্য্য বল বীর্য্য, একতা বন্ধন,—
সব গ্রাসিয়াছে এ মহা শ্মশান !
অস্থি, মজ্জা গ্রাস করিছে এখন !
তরু, গুল্ম, লতা গ্রাসিবে তাবত !
কালে মরুভূমি হইবে ভারত !

৪৬

ভস্ম হইতেছে গৃহ স্বামীগণ !
পত্নী, পুত্র, কন্যা করে হাহাকার !
অন্নাভাবে তারা ত্যজিবে জীবন !
অচিরে উচ্ছিন্ন যাইবে সংসার !
দেখি ভারতের দশা—ভয়ঙ্কর,
লাট রীপণের হৃদয়-জগতে
উঠিল উথলি দয়ার সাগর !
বক্ষঃ বিদারিয়া সমস্ত ভারতে—

"স্বায়ত্ত্ব শাসন" সুধাময় জল—
চলিল অমনি করি কল্ কল্ !—

৪৭

ভেদি নগেন্দ্রের হৃদয় অটল ;
সগর বংশেরে করিতে উদ্ধার,
থই থই করি যেন গঙ্গাজল
চলিল ভাসায়ে সমস্ত সংসার !
পূর্ব্বাসার দ্বার ঈষৎ খুলিয়া
বিমল বরণা ঊষা বিনোদিনী
সে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলা চাহিয়া !
সুরূপের আভা—ভুবন মোহিনী—
একটী রজত রেখার মতন—
পূরব গগণে দিল দরশন।

৪৮

"জয় জয় জয় রীপণের জয় !"
ঋতু রাজ সখা গাইল প্রভাতি !
অর্পিল ঊষারে গন্ধ—মধুময়—
বিকাশি নিকুঞ্জে ফুল নানা জাতি !
"জয় জয় জয় রীপণের জয় !
উত্তরে গিরীন্দ্র গম্ভীরে ধ্বনিল !—
অগণিত রাজ্য, নদ, নদী চয়—
ভেদিয়া নিমেষে গর্জ্জিয়া উঠিল—

প্রতি ধ্বনি—বঙ্গ সাগর হৃদয়—
"জয় জয় জয় রীপণের জয়!

৪৯

দেহ কৃষ্ণ বর্ণ, অতি কদাকার ;
নিরাশ নয়ন—প্রবিষ্ট কোটরে ;
রুক্ষ কেশ শ্মশ্রু ; হায় অভাগার—
বিগলিত দদ্রু সর্ব্ব কলেবরে ;
ধূলা ধূসরিত বস্ত্র খণ্ড পরা ;
স্কন্ধে হল, হুকা কল্কী এক করে ;
গোরজ্জু, পাচনী অন্য করে ধরা ;
এইরূপে বেশে চলিছে প্রান্তরে—
গাইয়া সঙ্গীতে—মনের বেদন,
ভারতের দুঃখী চাষা এক জন।

সঙ্গীত। প্রসাদী সুর।

৫০

মা, তোর্ রাজ্যের এই কি বিচার?
রাখবি ফকীর ভাবে কত দিন আর?
সারাদিন মরি খেটে, পেটভরে না পারি খেতে,
বুঝি ভিটে ছাড়া হয়ে মাগো,
মাঠে মারা যাই এবার।

৫১

বাদলেতে ভিজি, রোদে শুকাই
ধানে করি উঠান বোঝাই—
শেষে পান্তাভাতে নূন জোটে না,
কারো যে দুধ দ'য়ের বাহার।

৫২

হাল গরু বেসাত বে'চে—
ফতুর কল্লে বাজে আদায়—
তবু ধম্‌কানি, চোখ রাঙ্গানি খাই—
মাথা গুঁজে চোরের আকার!

৫৩

সকলিতো মা, তোর ছেলে,
কেহ মেগে পায় না ভিক্ষে—
কেহ তয়কা ঠেসে বাদ্‌সা মারে!
মা, তোর এ মায়া বুঝা ভার!

৫৪

উঠিল চাসার সে সঙ্গীত ধ্বনি—
অনন্তে,—বিদারি প্রভাত গগণ!
নীরবে প্রকৃতি জাগিল অমনি,
ঝর্ঝরে করিল অশ্রু বিসর্জ্জন!
সন্ সন্ সনে পবন কাঁদিল!—
সুর শৈবলিনী—কুল কুল নাদে!

রীপণের কর্ণে প্রবেশ করিল,
দয়ার্দ্র হৃদয় গলিল বিষাদে!
ধীরে ধীরে খুলি নয়নাবরণ,
ধীরে ধীরে চেয়ে দেখিলা রীপণ—

৫৫

দিগন্তে দুলি'ছে আঁধার কুন্তল;
ললাটে একটী নক্ষত্র রতন;
শরীর পরশে জগত শীতল;
করে ফুল ডালা—নিকুঞ্জ কানন।
আতর, গোলাব শিশিরের জলে—
সিক্ত ধবলাঙ্গ;—অপূর্ব্ব দর্শন!
কভু বা গলিয়া পড়ে ধরাতলে—
ঝলসী ঝলসী মুক্তার মতন!
লয়ে এইরূপ অপরূপ ভূষা—
দাঁড়ায় নীরবে রাজ দ্বারে উষা।

ষষ্ঠ উল্লাস।

১

বাণিজ্য সহস্র মুখে করি আকর্ষণ,
ভারত-বৈভব রাশি লইতেছে কাড়ি ;
চিন্তিত অন্নের তরে ভারত নন্দন ;
সে চিন্তার পরিণাম—গলদশ্রু বারি !
এমন অনাথ দলে মধুর বচনে—
যে মাতা বৈরাগ্য বলে সান্ত্বনা করিয়া,
পালিতেছে সদাকাল পরম যতনে—
গর্ভধারিণীর মত,—অন্ন বস্ত্র দিয়া !
কোথা সে ভারতলক্ষ্মী !—কি ভাবে এখন—
লো কল্পনে ! অবিলম্বে করাও দর্শন।

২

বসিয়া ভারত লক্ষ্মী জাহ্নবীর তীরে,
বিষণ্ন বদন ইন্দু ! বসুধা আসন !
যুগল নয়ন সিন্ধু পরিপূর্ণ নীরে !
মলিন কাঞ্চন কান্তি ! মলিন বসন !
আবরিয়া পৃষ্ঠদেশ রুক্ষ কেশদল
পশ্চাতে ধরণীতলে লুণ্ঠিত ধূলায় !
নীরব নিস্তব্ধ মাতা ! শরীর দুর্ব্বল ;
নিস্তেজ ধমনী,—মান্দ্য রক্ত স্রোত তায়।

কুজ্‌ঝটিকা সমাবৃত উষার মতন—
রূপ লাবণ্যের নাহি বিকাশ তেমন।

৩

পশ্চাতে দাঁড়ায়ে তাঁর দেব বৃহস্পতি ;
সম্মুখে জোয়ারে গঙ্গা থই থই করে ;
নিশির তিমির অঙ্গে মুক্তা বসুমতী ;
নিবিড় নীরদাবৃত গগণ উপরে।
পূর্ব্বাচল পানে মাতা চাহিছে সঘন—
আয়ত যুগল নেত্র বিস্ফারিত করি ;
ঝুপ ঝুপ করি দাঁড় ফেলে দাঁড়িগণ,
গঙ্গা বক্ষে ভেসে যায় শতশত তরী।
দু একটী দীপ জ্বলে কোন নৌকাপরে,—
অনন্ত প্রদীপ জ্বলে ঝিকি মিকি করে !

৪

কেহ সুপ্ত নৌকা বক্ষে করতল শিরে ;—
স্মৃতির দুয়ার রুদ্ধ ; অভাগা এখন
দেখেনা সুদূরে সেই ভগন কুটীরে
দরিদ্রতা অবসন্ন প্রিয়ার বদন !
দেখে না মায়ের কষ্ট অন্তিম শয্যায় ;
পিতার বিদেশে মৃত্যু অন্তরে ভাবিয়া,
করে না শোকাশ্রুপাত প্রবল ধারায় ;
অর্থ চিন্তা মনে আর উঠে না জাগিয়া।

সমস্ত রজনী করি অশ্রু বিসর্জ্জন,
এই মাত্র হতভাগা মুদিল নয়ন।

৫

কেহ বা জাগিয়া ভাবে মুদিত নয়নে,—
"বিদেশে বিদেশে গত শৈশব, যৌবন;
শয়ন করিনু এবে বার্দ্ধক্য শয়নে;
উদরের চিন্তা তবু হল না বারণ।
রোগ শয্যা বক্ষে যদি থাকি এক দিন,
পরদিন উপবাস-জনিত বিষাদ।
বিদেশেই এ শরীর হইবে বিলীন;
স্বদেশে পৌছিবে মাত্র মরণ সংবাদ।
শিশু কোলে করি ভার্য্যা যাবে পিত্রালয়;
সাধের উদ্যান-বাটী হবে শূন্যময়।"

৬

ছাড়িল এতেক ভাবি—সুদীর্ঘ নিশ্বাস;
জীবনের অর্দ্ধ আয়ুঃ সে নিশ্বাস সনে
বাহিরিল যেন! চিত্তে ভাসিল উদাস;
বৈরাগ্যের প্রতিবিম্ব পড়িল বদনে!
পুত্রের আসন্ন মৃত্যু স্মরণ করিয়া,
কান্দে কোন অভাগিনী করি হাহাকার;
অর্থ তরে পুত্র গেছে স্বদেশ ছাড়িয়া।
চিন্তা মনে—যেয়ে তার দেখে কি না আর;

চক্ষে নিদ্রা নাই ; নিশি কাটাইছে জাগি
জাগ্রতে কুস্বপ্ন কত দেখিছে অভাগী।

৭

ভাবিছে ভারতলক্ষ্মী বিষণ্ণ বদনে—
"কেমনে গুরুর বাক্য করি অবিশ্বাস ?
কেমনে বা বিশ্বাসিব—ভারত ভবনে
আনন্দ দায়িনী ঊষা পাইবে প্রকাশ ?
"অক্ষম ভারতবর্ষ রক্ষিতে আপন ,—
সুদৃঢ় বিশ্বাস যেই ইংলণ্ডের মনে ;
সে ইংলণ্ড দিবে তারে স্বায়ত্ত্ব শাসন ?
অসম্ভব কথা ! সত্য মানিব কেমনে ?
যদিও বা সত্য হয়,—পরিণাম তার
সুখময়,—এ বিশ্বাস করি কি প্রকার ?

৮

নাহি যার বল, বীর্য্য, একতা বন্ধন,
মনে পরিণাম চিন্তা, বাণিজ্য ব্যবসা ;
স্বর্ণ পরিবর্ত্তে রাঙ্গ্ যে করে গ্রহণ !
লেখণী মসীর পাত্র যাহার ভরসা !
সে ভারত ক্রমান্বয়ে লভিবে উন্নতি,
কেমনে বিশ্বাস করি ?—বলি বা কেমনে-
মিথ্যাবাদী দেব-গুরু দেব বৃহস্পতি ?
কিন্তু বৃথা চিন্তা আমি করিতেছি মনে,

ইচ্ছাময়ী দুর্গা, মনে ইচ্ছা করে যদি,
সাহারার মরুভুমে হতে পারে নদী !”

৯

হেন কালে তরী বক্ষে যুবা এক জন,
উড়াইল শেষ চিন্তা সুদীর্ঘ নিশ্বাসে ;
ভাঙ্গিয়া পড়িল উচ্চ আশার ভবন ;
মনোবৃত্তি সমুদায় পলাইল ত্রাসে।
থামিল রক্তের গতি—শিরায় শিরায়,
করিল উদাস ফণী মস্তকে দংশন ;
পড়িল ঢলিয়া যুবা অমনি শয্যায় ;
স্থগিত হৃদয় যন্ত্র ;—নীরব বাদন !
ধরিল সঙ্গীত যুবা পাগলের প্রায় ;
তালে তালে দাঁড়ীগণ দাঁড় ফেলি যায়।

।

মোল্লার্—একতালা।

১০

তুই মা ঈশাণী—এত যে পাষাণী,
ভাবিতেও মনে বিদরে জীবন !
এ ভারত ধামে তোর দুর্গা নামে
হ'বেনা দীক্ষিত আর কোন জন।

১১

কুসুম চন্দনে পুজি ও চরণ,
করিলাম গত শৈশব যৌবন ;
তথাপি অভয়া, করিলি না দয়া,
এই কি মা তোর সন্তান পালন !

১২

চিরকাল ভাবি আনন্দময়ীরে,
রলেম ডুবিয়া নিরানন্দ-নীরে !
এই দুখে হিয়া, যেতেছে ফাটিয়া,
জানি না মা তোর মহিমা কেমন !

১৩

শয়নে, স্বপনে, অশনে, ভ্রমণে,
দুর্গা নাম সদা জপমালা মনে ;
তথাপি দুর্গতি, রাখিলি পার্ব্বতী,
এ কলঙ্ক তোর যাবে না কখন !

১৪

এক দৃষ্টে চাহি লক্ষ্মী স্বর লক্ষ্য করি,
শুনিতে লাগিল সেই বিষাদ সঙ্গীত ;
অজ্ঞাতে বহিল অশ্রু রক্ত গণ্ডোপরি ;
হইতে লাগিল শোকে হৃদি আকুলিত।
পশ্চাৎ হইতে গুরু—"সাগর নন্দিনী !
কেন বৎসে কর আর অশ্রু বিসর্জ্জন ?

হইয়াছে অবসান বিষাদ যামিনী।
ভারত সন্তানগণে জাগাও এখন।”
পূর্ব্বাচল পানে মাতা চেয়ে ধীরে ধীরে,
দেখিলা হাসিছে ঊষা,—তারা রত্ন শিরে।

১৫

ধূমকেতু—যেন এক ভীম সম্মার্জ্জনী
নিরখি ঊষার করে বারীশ কুমারী,
জিজ্ঞাসিলা সুরাচার্য্যে চমকি অমনি,
কহ পিতঃ! কহ শীঘ্র বুঝিতে না পারি,
কেন অমঙ্গল চিহ্ন সুমঙ্গল কালে?
“কহ পিতঃ! ত্রাসে চিত্ত হ’তেছে কম্পিত;
দুর্ভাগ্য ভারতবাসী কি বিপদ জালে—
আনন্দে উন্মাদ হয়ে—হ’বে নিপতিত!
ঝলসী বিজলী, পন্থা করায়ে দর্শন,
বজ্ররূপে নাশিবে কি ভারত জীবন?”

১৬

“কোন চিন্তা করিও না বারিধি নন্দিনি!
ভয় নাই বৎসে!” গুরু করিলা উত্তর
“ধূমকেতু ধূমরাশি স্পর্শিলে মেদিনী,
সত্য বটে অমঙ্গল ঘটে বহুতর;—
কিন্তু বিজ্ঞানের বলে করি’ছি দর্শন—
সে জ্যোতিঃ অনন্ত পথে পাইবে বিলয়,

পারিবে না বসুধারে স্পর্শিতে কখন।
করিও না মনে শুধু অমঙ্গল ভয়।
জিজ্ঞাসিয়া বিরিঞ্চিকে, পেয়েছি উত্তর—
সম্মুখে ভারত চিত্র অতি মনোহর ;

১৭

সিন্ধু পানে চলে জল ভাঁটায় যখন,
শীঘ্র শুকাইবে নদী তখনি বুঝিবে ;
কিন্তু একেবারে শুষ্ক করিলে দর্শন,
বুঝিবে অচিরে নদী জোয়ারে ভরিবে।
হিমকালে হস্তে কর কুসুম বিকাশ,
মুহূর্ত্তে মুদিত হবে ; কিন্তু সে আপনি
উঠিবে হাসিয়া, যবে পাবে মধুমাস।
সময়ের গতিরোধ হয় কি কখনি ?
ভারতে যখন উষা দিয়াছে দর্শন,
অবশ্য উদি'বে রবি—কে করে বারণ ?

১৮

ভারত সন্তানগণে জাগাও সত্বরে ;
মহা সভা করিতেছে অপেক্ষা আমার।
চলিলাম বৎসে ! আমি অমর নগরে ;
হইওনা শান্তি হারা বৃথা চিন্তি আর।
কতকালে দিনমণি ভারত আকাশে
উদিবে, বিশেষ জানি জানাব তোমায়।"

গুরুর প্রবোধ বাক্যে সুদীর্ঘ নিশ্বাসে—
উড়াইলা সিন্ধু সুতা চিন্তা সমুদায়।
কতক্ষণে বিশালাক্ষী করি গাত্রোত্থান,
কহিলা—"জাগরে সব ভারত সন্তান!

১৯

"কর নাই যেই মূর্ত্তি জীবনে দর্শন—
জনম অবধি থাকি ঘোর অন্ধকারে;
করিবে আশাও মনে করনি কখন;
সেই মুর্ত্তি দেখ অই পূর্ব্বাসার দ্বারে।
সাবধান! সাবধান! মাতিয়া উল্লাসে,
"স্বায়ত্ব শাসন" স্রোতে যেও না ভাসিয়া!
রাখিও দৃঢ়তা বল হৃদয় নিবাসে;
একতা বন্ধনী যেন যায় না খুলিয়া;
অমৃতে গরল লাভ করিও না সবে।
এ স্রোতে ভাসিলে যদি—ভাসিলেই তবে।"

২০

"নহে বৎস! তোমরাই ভাসিবে কেবল!
ভাসাবে ভারত রাজ্য—ভাসাবে আমারে!
ভাসিবে সে সঙ্গে—আশা ভরসা সকল!
ডুবিবে অন্তিমে গিয়া—বিষাদ সাগরে!
"সোণার ভারত রাজ্য—অধম নিবাস—"
জ্ঞানবতী আমেরিকা দুখ প্রকাশিবে;

রুষিয়া করিবে কত ব্যঙ্গ উপহাস ;
প্রতিবেশী আফগান, জাপান হাসিবে।
সে হাসি শূলের মত বিন্ধিবে অন্তরে!
স্মরিতেও এ সকল শরীর শিহরে!”

২১

“অজ্ঞান গো মূর্খ” বলি কথায় কথায়
জ্ঞান গর্ব্ব শ্বেত দ্বীপ করিবে নীরব।
তুলিতে নারিবে শিরঃ লজ্জায় ঘৃণায় ;
বিদ্যা, বুদ্ধি, অভিমান, দূরে যাবে সব।
অতএব সাবধান ভারত নন্দন।
একুল ওকুল—যেন যায় না উভয়।
ধীরে ধীরে কার্য্য ক্ষেত্রে কর বিচরণ ;
মত্ততায় পদ যেন স্খলিত না হয়।
মনোমধ্যে সদা কাল রাখিও স্মরণ,
প্রথম পরীক্ষা এই—“স্বায়ত্ব শাসন।”

২২

বঙ্গ সিন্ধু হিমাচল—দক্ষিণে উত্তরে ;
হুঙ্কারিল প্রতিধ্বনি অমনি তখন—
উঠিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি অনন্ত অম্বরে—
প্রথম পরীক্ষা এই—“স্বায়ত্ব শাসন।”
ভারতবাসীর কর্ণে পশিল সে ধ্বনি ;
ভাঙ্গিল গভীর নিদ্রা ;—জাগিল হৃদয়!

ঊষার রজত হাসে ধবলা ধরণী !
চক্ষু মেলি দেখি সবে মানিল বিস্ময় !
শুনিল হৃদয় যন্ত্রে—হ'তেছে বাদন—
প্রথম পরীক্ষা এই—"স্বায়ত্ত্ব শাসন।"

ভারতে ঊষা কাব্যে ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

উপসংহার।

১

বিধাতার রাজ্য ; কিন্তু বিধাতা আপনি
না করেন রাজ্য রক্ষা বসি রাজাসনে ;—
নরহন্তা গলে দিয়ে ফাঁসির বন্ধনী,
না করেন পুরস্কৃত স্বহস্তে সুজনে,
অসাধুর নিন্দা, আর সাধুর সুখ্যাতি—
না করেন স্বীয় মুখে জগতে প্রকাশ ;
স্বেচ্ছাচার বিধর্ম্মীর শিরে পদাঘাতি,
না দেন লক্ষ্মীরে ঠেলি ধার্ম্মিক নিবাস।
পৃথিবীর যত কার্য্য—তাঁহার ইচ্ছায়
হইতেছে সুসম্পন্ন জীবের দ্বারায়।

২

তাই বলি, আজ তুমি ভারতে রীপণ !
বিধাতার প্রতিনিধি—ভারত বিধাতা !
এ নহে সামান্য কথা !—রাখিও স্মরণ
শিরে করি রাজত্বের হৈম দণ্ড, ছাতা।
পঞ্চবিংশ কোটী মুখ চেয়ে তব পানে ;
তা'দেরি এ স্বর্ণভুমি—বিশাল ভারতে।

হীরক, মুকুতা মণি—যা দেখ যেখানে
অমূল্য রতন সব—তা'দেরি তাবত।
অক্ষম রক্ষিতে তারা রাজ্য আপনার
তাই তব হস্তে মম রক্ষণের ভার।

৩

রাণীর প্রতিজ্ঞাপত্র করিয়া স্মরণ,—
বিধাতার এ সংসার অন্তরে চিন্তিয়া,
শ্বেত কৃষ্ণ সমভাবে করহ পালন—
জেতা জিত বিষভাব ভঞ্জন করিয়া।
সুদীর্ঘ তেজস্বী মূর্ত্তি-ভুবন বিজয় ;—
বিলাস বিলোল মূর্ত্তি—নয়ন রঞ্জন ;—
এ দুই মূর্ত্তিতে করি অভিন্ন হৃদয়
হরি হর মূর্ত্তি কর ভারতে সৃজন।
উভয়ের ভক্তি—গঙ্গা যমুনার মত
এক স্রোতে তব পদ চুম্বুক্ সতত।

৪

সুদূর ভারতে আর সুদূর বৃটনে--
পরস্পরে করে দাও বিশ্বাস স্থাপন ;
যেইরূপ ইংলণ্ডের শক্তি আকর্ষণে
আবশ্যক ভারতের শক্তি বিয়োজন।
আপনা আপনি তবে এই ভু-ভারত—
ঘুরিবে ব্রীটন সূর্য্যে বেষ্টন করিয়া,

স্বভাবের সুসৌন্দর্য্য লভিবে ভারত ;
নতুবা পুড়িবে কালে ব্রীটন স্পর্শিয়া।
বিধাতার কোপ-বহ্নি জ্বলিবে তখন।
জগতের ইতিহাস তার নিদর্শন।

৫

ভারত সন্তান কেন ঘুমে অচেতন ?
মধুর বিমল হাসি ভাসিছে উষার—
ভারত অদৃষ্টাকাশে ;—ভাসে যে মতন—
নীল সিন্ধু মাঝে স্রোত ধবলা গঙ্গার।
আজি সংসারের সব শোক, তাপ ভুলি,
মিলিয়া পঁচিশ কোটী ভ্রাতা সমুদায়
আনন্দে পঞ্চাশ কোটী বাহু ঊর্দ্ধে তুলি
এক তানে গাও গীতি—রীপণের জয় !
রীপণের জয় !—গাও ভারতের জয় !
অচিরে সৌভাগ্য রবি হইবে উদয়।